RNI No. 71057/96

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

দুয়ারে ভোট ২০২৬

বারোর পাতায় দেখুন প্রার্থী তালিকা

বিশেষ পৃষ্ঠা- ১২

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ২০ মার্চ- ০২ এপ্রিল, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ | Vol: 30, Issue: 06, Cooch Behar, Friday, 20 March- 02 April, 2026, Pages: 12, **Rs. 3**

শিলাবৃষ্টির ভ্রুকুটি, দুর্যোগের সতর্কতা রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা ও শিলিগুড়ি: চলতি সপ্তাহের শুরু থেকেই বাংলার আবহাওয়ায় এক খামখেয়ালি মেজাজ ধরা পড়েছে। তবে এবার সেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করায় শুক্রবার থেকেই রাজ্যের আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে। ২০ এবং ২১ মার্চ উত্তর থেকে দক্ষিণ—সমগ্র রাজ্যজুড়েই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মূলত বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত এবং বিপুল আর্দ্রতার প্রবেশের ফলেই এই অকাল বর্ষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মেঘ ঘনাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে গত কয়েকদিন ধরেই দুর্যোগের আবহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় রাতের দিকে আচমকা ঝড়ের সঙ্গে বড় আকারের শিলাবৃষ্টি জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। গত কয়েকদিনের শিলাবৃষ্টিতে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘরবাড়ির টিনের চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে এবং মাথাভাঙ্গার কৃষকদের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ময়নাগুড়িতে ঝড়ে গাছ ভেঙে একজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আসল দাপট দেখা যাবে শুক্রবার থেকে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় শিলাবৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা থাকছে। শনিবারও পাহাড় ও সমতলের জেলাগুলিতে তুমুল ঝড়বৃষ্টির পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী তিনদিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও বৃষ্টির পর পারদ ২-৩ ডিগ্রি নামতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতিও খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। বৃহস্পতিবার কলকাতা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকলেও শুক্রবার থেকে পরিস্থিতি বদলে যাবে। ২০ মার্চ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম এবং দুই বর্ধমানে শিলাবৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হাওড়া, হুগলি এবং মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলিতেও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মৎস্যজীবী ও সাধারণ মানুষকে এই কদিন আবহাওয়ার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলাবৃষ্টি বা কালবৈশাখীর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সাধারণ মানুষকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। শিলাবৃষ্টি শুরু হলে খোলা আকাশের নিচে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

বড় আকারের শিলের আঘাতে মাথায় গুরুতর চোট লাগার সম্ভাবনা থাকে, তাই দ্রুত কোনো পাকা ছাদের তলায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। টিনের চাল দেওয়া বাড়িতে থাকলে শিলাবৃষ্টির সময় সাবধানে থাকতে হবে, কারণ বড় শিল টিন ফুটো করে ভেতরে পড়তে পারে। এই সময় গাছের নিচে বা ইলেকট্রিক পোলের সামনে দাঁড়ানো একেবারেই উচিত নয়, কারণ শিলাবৃষ্টির সঙ্গে হওয়া ঝড়ে গাছ বা খুঁটি উপড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা পরিণত ফসল দ্রুত ঘরে তুলে নেন এবং গবাদি পশুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখেন।

ঝড়ের সময় বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ রাখা এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর প্লাগ খুলে রাখা নিরাপদ। রাস্তায় যাতায়াতের সময় বড় হোর্ডিং বা বিজ্ঞাপনী কাঠামোর নিচে আশ্রয় নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে।

বজ্রপাতের সময় মোবাইল ফোন বা ধাতব বস্তু ব্যবহার না করাই শ্রেয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকাই জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার একমাত্র উপায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং নদী উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

নির্বাচনের মুখে জনসংযোগে ব্যস্ত পার্থপ্রতিম রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই আবহে জনসংযোগে বিশেষ জোর দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমে পড়েছেন দলের প্রার্থীরা। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রেও সেই ছবি স্পষ্ট।

এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শুনছেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন।

প্রচারের ফাঁকেই পার্থপ্রতিম রায় দাবি করেন, চলতি বছরে উত্তর বিধানসভা এলাকায় মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলছে। তাঁর কথায়, "গত কয়েক বছরে হওয়া উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিতেই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের উপর আস্থা রাখছেন।" তিনি আরও বলেন, "মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র জেতার জন্য আমরা জোরকদমে কাজ করছি।"

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক তরজা ও প্রচারের তীব্রতা। এই পরিস্থিতিতে জনসংযোগকেই প্রধান হাতিয়ার করে এগোতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের।

ই-কেওয়াইসির নামে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ দেওয়ানহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন

দেওয়ানহাট: দেশজুড়ে গ্যাস সিলিন্ডারের সংকটের আবহে দেওয়ানহাটের একটি গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বিনামূল্যে ই-কেওয়াইসি করে দেওয়ার কথা থাকলেও পাইপ পরিবর্তন, বিমা এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বাবদ সংযোগপিছু ৯৭৬ টাকা দাবি করছে সংস্থাটি। টাকা না দিলে গ্যাস বুকিং নেওয়া হচ্ছে না বলেও গ্রাহকদের দাবি।

ভেটাগুড়ির এক বাসিন্দার অভিযোগ, বিমা ও সরঞ্জামের নাম করে জোরপূর্বক টাকা চাওয়া হচ্ছে। এমনকি বৈধ রশিদ ছাড়াই সাদা কাগজে হিসেব লিখে দেওয়া হচ্ছে। যদিও সংস্থার কর্ণধার সঞ্জীব সাহা সব অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, পাঁচ বছর অন্তর নিরাপত্তা পরিদর্শনের জন্য ২৩৬ টাকা এবং পাইপের জন্য ১৯০ টাকা নেওয়া আবশ্যিক, তবে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কেনা বাধ্যতামূলক নয়। এই দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

এলো খুশির ঈদ...

কোচবিহারে জমে উঠেছে ঈদের বাজার, দোকানে দোকানে ক্রেতার ভিড়। দেবাশীষ চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

জমজমাট ঈদের কেনাকাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ঈদ উপলক্ষ্যে কোচবিহারের বাজার এলাকায় রীতিমতো কেনাকাটার ধুম। বাজারে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ায় হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ীদের মুখে। এ বিষয়ে ভবানীগঞ্জ বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী তথা জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'ঈদ উপলক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে বাজারে খুব ভিড় হচ্ছে। এতে বাজারে বেচাকেনাও ভালো হচ্ছে।'

ভবানীগঞ্জ বাজারে ঢুঁ মাড়তেই দেখা গেল, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদের জামাকাপড় কিনতে সকাল থেকেই বাজারে উপস্থিত ক্রেতারা। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীসহ পুরো পরিবার একসঙ্গে বাজার ঘুরে পছন্দের পোশাক বাছাই করছেন। বাচ্চাদের পোশাক বিক্রির জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে বসেছে অস্থায়ী দোকানও। সুলভ মূল্যে বাহারি পোশাকের টানে সেখানেও ক্রেতাদের ভিড়। ছোট-বড় সব দোকানেই ঈদের আনন্দে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসবের আলো।

রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট, ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: সম্প্রতি জেলাজুড়ে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকটে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। প্রায়দিনই সকাল থেকেই বিভিন্ন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় গ্রাহকদের। শহরের দীপান্বিতা ইন্ডিয়ান গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের সামনে ভোর সাতটা থেকেই লাইন পড়ে যায়, যেখানে বহু মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও গ্যাস পাননি বলে অভিযোগ। গ্রাহকদের বক্তব্য, বারবার লাইনে দাঁড়িয়েও গ্যাস না পেয়ে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। কেউ সকাল সাতটা থেকে, আবার কেউ আটটা থেকে অপেক্ষা করেও সিলিন্ডার পাননি। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। অনেক বাড়িতেই গ্যাসের অভাবে রান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বাধ্য হয়ে খড়ি বা বিকল্প জ্বালানির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

যদিও পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস মন্ত্রকের দাবি, দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে এলপিজি মজুত রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে

সরবরাহে ঘাটতির অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা। দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

অন্যদিকে, এই সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়েছে শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায়। একাধিক রেস্তোরাঁয় রান্নার গ্যাসের অভাবে তন্দুরি আইটেমসহ বেশ কিছু জনপ্রিয় পদ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন মালিকরা। ফলে গ্রাহকদের অনেকেই হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

হোটেল ব্যবসায়ীদের দাবি, হঠাৎ করে গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়াতেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও সামান্য মজুত থাকলেও তা আর কতদিন চলবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই অবস্থায় বড়সড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তারা।

দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে জেলাজুড়ে।

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি, আলোচনায় বিএনপির চার নেতা

নির্মল চক্রবর্তী

ঢাকা: শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হলেও তাঁর নিয়োজিত রাষ্ট্রপতি রয়ে গিয়েছেন এখনো। তিনি শেখ হাসিনার সরকার, ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ও বর্তমানের তারেক রহমানের বিএনপির সরকারকেও শপথ পড়িয়েছেন। তারপরও শেখ হাসিনার বিদায়ের পর শুরু হওয়া পার্লামেন্টে ভাষণদানকালে এ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে ওয়াকআউট করেছে সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী ও অভ্যুত্থানকারী ছাত্রদের দল এনসিপি। তাদের কথা, শেখ হাসিনার সব অপকর্মের দোসর এ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এরপর থেকে পার্লামেন্টের বাইরেও এ রাষ্ট্রপতির অপসারণ দাবি করে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। তাই এসময়ে জোরেশোরে আলোচনায় এই রাষ্ট্রপতি পদ।

রাষ্ট্রপতি পদ নিয়ে সরকারি দলের গণ্ডি পেরিয়ে বিরোধী দল- এমনকি জনমনেও নানা আলোচনা ঘুরপাক খাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে- মো. সাহাবুদ্দিন আর কতদিন থাকছেন রাষ্ট্রপতি পদে। তিনি কি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন নাকি তাকে ইমপিচমেন্ট (অভিশংসন) করা হবে। এদিকে বর্তমান বিএনপি সরকারের একাধিক সিনিয়র নেতা এ পদে আলোচনায় রয়েছেন। আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ-সদস্যদের মতামত লাগবে। ২০০১ সাল পরবর্তী বিএনপি সরকারের সময়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে ইমপিচমেন্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। তবে ওই ঘটনা বিএনপি সরকারের জন্য বেশ বিব্রতকর হয়েছিল বলে এখনো অনেকে মনে করেন। ফলে আপাতত রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে ইমপিচমেন্ট করতে রাজি নয় বিএনপি। তবে সরকারি দল চাইলে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন এমন আলোচনাও হচ্ছে সরকারি দলের মধ্যে।

সূত্র জানিয়েছে, অনেক কারণে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে নতুন সিদ্ধান্তের জন্য সময় নিচ্ছে বিএনপি। প্রথমত দলটি এখনই কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে রাজি নয়। দ্বিতীয়ত এ প্রশ্নে জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির হিসাব-নিকাশের বিষয় রয়েছে। তৃতীয়ত সংসদ বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি রাষ্ট্রপতিকে তাদের দাবি ও চাপের মুখে সরাতে চায়। ফলে বিএনপি এখনই এ প্রশ্নে তাদের দাবি না মেনে কৌশলী অবস্থান গ্রহণের পক্ষে রয়েছে। সর্বশেষ হিসাব হলো- এখন একজন নতুন রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ করা হলে বর্তমান সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই রাষ্ট্রপতিরও ৫ বছর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। অথচ এরপর নির্বাচন আয়োজিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। ফলে এসব বিষয় বিএনপিকে বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে।

অন্তত ছয় মাস পর রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হলে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিএনপির

বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই বহাল থাকবেন এমন একটি আলোচনা আছে দেশের রাজনীতিতে। ফলে সবকিছুর হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে রাষ্ট্রপতি পদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিএনপি।

তবে দলটির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি পদে অভিজ্ঞ ও রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একজন নেতাকে বসানোর সম্ভাবনাই বেশি। ত্রয়োদশ সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন এবং তিনি নিজেই সভাপতি হিসাবে ড. মোশাররফের নাম প্রস্তাব করেছেন। তবে এই নেতা এখন কিছুটা অসুস্থ থাকায় তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা দেরি হতে পারে। একটি সূত্রের দাবি, শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাষ্ট্রপতি পদে সম্ভব না হলেও তাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

একটি সূত্রের দাবি, অন্তত সরকারি প্রটোকলের আওতায় আনার জন্য মন্ত্রী পদমর্যাদায় তাকে কোনো পদ দেওয়া হতে পারে। একইভাবে বিএনপির আরেক প্রবীণ নেতা স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খানকেও মন্ত্রী সমমর্যাদার কোনো পদ দিয়ে সম্মানিত করা হতে পারে। সংসদের স্পিকার পদে ড. মঈন খানের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদকে স্পিকার হিসাবে বেছে নেন তারেক রহমান। একইভাবে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আছে ড. মোশাররফের নাম। তবে ওই পদেও কোনো চমক আছে কিনা সেটি প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য কারও জানা নেই।

কারণ বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নামও সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে আলোচনায় আছে। কেউ কেউ বলছেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কেও গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। দলটির স্থায়ী কমিটির এই নেতাকেও এখন পর্যন্ত কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তবে সবকিছু নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ওপরে। অনেকের মতে, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পদে প্রধানমন্ত্রী এক ধরনের চমক দেখিয়েছেন। কারণ যে দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা খুব বেশি আলোচনায় ছিলেন না।

বিএনপির সিনিয়র অন্তত দুজন নেতা বলেন, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পদে যে দুই নেতাকে নির্বাচন করা হয়েছে তারা কিন্তু আলোচনায় ছিলেন না। বরং ওই দুজনই মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছিলেন। অর্থাৎ এই দুই পদে অনেকটা চমক দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাই রাষ্ট্রপতি পদেও এমন চমক থাকতেই পারে। নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো জানাচ্ছে, মন্ত্রী হওয়ার আলোচনায় ছিলেন এমন অধিকাংশ বিএনপি ও শরিক দলের নেতা ১৭ ফেব্রুয়ারি গঠিত মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হন। এরপর আলোচনায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ নেতা স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম খান এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে মন্ত্রী পদমর্যাদায় নিয়োগ করা হয় উপদেষ্টা। এমন পরিস্থিতিতে দেখা যায়, বিএনপির প্রবীণ ও গুরুত্বপূর্ণ তিন নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও ড. মঈন খান সরকারের বাইরে আছেন। ফলে তাদের কোথায় রাখা হবে, সে আলোচনা শুরু হয়েছে বিএনপির পাশাপাশি অন্য দলের নেতাকর্মীদের মধ্যেও।

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছে বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় এখন রয়েছেন ২৫ জন মন্ত্রী এবং ২৩ জন প্রতিমন্ত্রী। আর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে স্পিকার পদে মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমদ ও ডেপুটি স্পিকার পদে ব্যারিস্টার কায়সার কামালকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন কুমিল্লা-১ ও ২ আসন থেকে মোট পাঁচবার সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় দল তাকে রাষ্ট্রপতির সম্মানজনক পদ তারই প্রাপ্য বলে বলে ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে আলোচনা আছে। অন্যদিকে স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ড. আবদুল মঈন খান নরসিংদী-২ আসন থেকে মোট চারবার সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। আর ঢাকা-৩ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতি। সংবিধান অনুযায়ী, একজন রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৫ বছর। সর্বোচ্চ দুবার দায়িত্ব পালন করতে পারেন তিনি। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দায়িত্ব পান। তার মেয়াদ রয়েছে ২০২৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। যদিও ২০২৪ সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে জোরালো আন্দোলন করেছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে অপসারণ কিংবা তার পদত্যাগের ঘটনা ঘটেনি। তবে ডিসেম্বরে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছিলেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর তিনি সরে যেতে চান। কারণ, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে তিনি 'অপমানিত বোধ করছেন'। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'আমি সরে যেতে চাই, আমি সরে যেতে আগ্রহী। সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির পদে থাকায় আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।'

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন হবে না, নির্দেশ সরকারের

নির্মল চক্রবর্তী

ঢাকা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রচলিত সব জাতীয় দিবস উদযাপন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ সরকার। ১১ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানানো হয়েছে। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পরই মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার এই দিনগুলি পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারও একই নীতি অনুসরণ করল। আওয়ামি লিগের আমলে ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হত, যা এখন থেকে আর কার্যকর থাকছে না। বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৮৯টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, হাসিনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিবসগুলো স্থান পায়নি। বিজ্ঞপ্তিতে ৫ আগস্ট তারিখটিকে 'জুলাই অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা করা হয়েছে, যা মূলত আওয়ামি লিগ সরকারের পতনকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রবর্তন করা হয়। পাশাপাশি ১৬ জুলাই তারিখটিকে 'জুলাই শহীদ দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থী আবু সাঈদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই দিবসটি প্রবর্তন করেছে প্রশাসন।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নেওয়া এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বর্তমান তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারও বহাল রেখেছে। এর পাশাপাশি লালন শাহর মৃত্যুবার্ষিকীকে প্রথমবারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 'এ' ক্যাটাগরির দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আগে কোনো সরকার দেয়নি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দেশের সকল দিবসকে গুরুত্ব অনুসারে এ, বি এবং সি—এই তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছে। এর মধ্যে ১৭টি দিবসকে 'এ' ক্যাটাগরিতে, ৩৭টি দিবসকে 'বি' ক্যাটাগরিতে এবং ৩৫টি দিবসকে 'সি' ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। বীমা দিবসের মর্যাদাকে 'এ' ক্যাটাগরিতে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যা আগে 'বি' ক্যাটাগরিতে ছিল।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 'বি' ক্যাটাগরির দিবসগুলির জন্য সরকারি তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে এবং এগুলোতে মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অন্যদিকে 'সি' ক্যাটাগরির দিবসগুলি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমিত পরিসরে পালন করা হবে এবং এর জন্য কোনো বিশেষ সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হবে না।রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাশ্রয় ও অপ্রয়োজনীয় উদযাপন এড়াতে বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগকে কৃচ্ছ্রসাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, অপ্রাসঙ্গিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক দিবস পালন থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিরত থাকতে হবে।

জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জা বা বড় কোনো সমাবেশের পরিবর্তে এখন থেকে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং গণমাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে দিবসগুলো পালন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনী দিবস বা জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের মতো বড় আয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলিকে প্রধানমন্ত্রীর থেকে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাহায্যের প্রয়োজন নেই, ইরান যুদ্ধ নিয়ে ন্যাটোর ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিবেদন

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে হরমুজ প্রণালী পুনর্দখল এবং বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের সুরক্ষায় ন্যাটোর সহযোগিতা না পাওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার, ১৬ মার্চ ওভাল অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে এবং তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক বার্তায় ট্রাম্প ন্যাটো জোটের সদস্যদের এই পিছুটানকে একটি "বড় ভুল" হিসেবে ব্যাখা করেছেন। তিনি দাবি করেন যে, আমেরিকা গত কয়েক দশকে ইউরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলোর সুরক্ষায় শত শত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, অথচ প্রয়োজনে এই মিত্র দেশগুলো সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছে না। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের মতো দীর্ঘদিনের সহযোগীদের রণতরি না পাঠানোর সিদ্ধান্তে তিনি সরাসরি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই অংশীদারিত্ব বর্তমানে কেবল একটি 'ওয়ান ওয়ে' হয়ে রয়ে গিয়েছে।

তবে মিত্রদের অসহযোগিতার পরেও ট্রাম্প তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস নিয়ে জানিয়েছেন যে, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে জয়ী হতে আমেরিকার আসলে কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি দাবি করেন, গত তিন সপ্তাহে মার্কিন এবং ইসরায়েলি বাহিনীর তীব্র আক্রমণে ইরানের নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ট্রাম্পের মতে, মার্কিন সামরিক শক্তি এখন এতটাই সুসংহত যে জাপান, অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো সাহায্য না করলেও আমেরিকা একাই এই মিশন সফল করতে সক্ষম। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "আমরাই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ, তাই আমাদের কারো সাহায্যের দরকার নেই। আসলে কখনোই ছিল না।"

মিত্রদের এই উদাসীনতা ন্যাটো জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করেছে, যদিও ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই জোট থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি আপাতত তিনি তাঁর বিবেচনার মধ্যে রেখেছেন।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছাই বাড়ি

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: গত ১৫ মার্চ রবিবার কোচবিহারের পাটকুড়া এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে খবর, হঠাৎ করেই ওই বাড়িতে আগুন লাগে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতায় পুরো বাড়িটি প্রায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘরে মজুত থাকা চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, ঘরে থাকা একটি ল্যাপটপ বিস্ফোরিত হওয়ায় আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

জানা যায়, অগ্নিকাণ্ডের সময় বাড়ির বাসিন্দারা সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয়রাই দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন। তবে অভিযোগ, খবর দেওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ততক্ষণে আগুনে বাড়ির অধিকাংশ অংশ পুড়ে যায়।

দমকল পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা নিজ উদ্যোগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পরে দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত চলছে।

নার্স হত্যার বিরুদ্ধে মৌন মিছিল

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: ১৮ মার্চ বুধবার হাসপাতালের নার্স ছন্দা রায়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মৌন মিছিল করলেন এমজেএন হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে সহকর্মীদের মধ্যে। এমজেএন হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়ে সাগরদিঘি চত্বর পরিক্রমা করে পুনরায় হাসপাতাল চত্বরে এসে শেষ হয় এই মিছিল। অংশগ্রহণকারীরা কালো ব্যাজ পরে নীরবতায় নিহত সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি, ছন্দা রায়ের হত্যাকারীর দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়েও জোরালো দাবি তোলা হয়।

মিছিলে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি বলেন, এই মৌন মিছিল কেবল প্রতিবাদ নয়, এটি আমাদের নিরাপত্তার দাবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

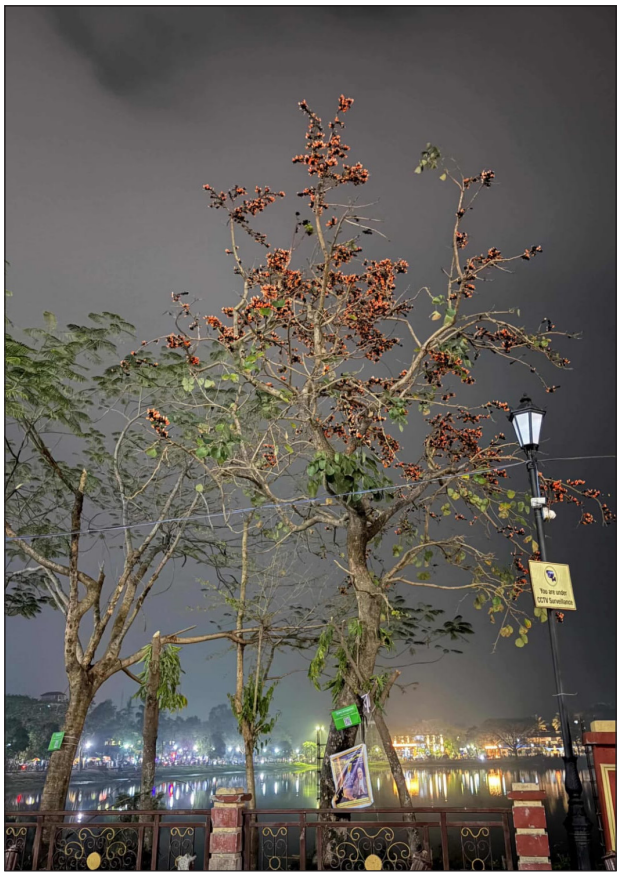

ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম...
অণুপ্রভা রায়ের ক্যামেরায় একটুকরো সাগরদিঘি চত্বর

শিলদুয়ারে গ্রেপ্তার যুবক, সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৮ মার্চ বুধবার ভোররাত প্রায় ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ শিলদুয়ার এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেই সময় প্রত্যয় বর্মন নামে এক যুবককে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের দাবি, নির্বাচনকে ঘিরে এলাকায় যাতে কোনওরকম অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে কারণেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই অভিযান চালানো হচ্ছিল। এই গ্রেপ্তার সেই প্রচেষ্টারই অংশ। ধৃত যুবকের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সক্রিয় পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দায়িত্ব গ্রহণের পরই নির্বাচনী প্রস্তুতিতে তৎপর হয়ে উঠলেন জেলা পুলিশ সুপার জসপ্রিত সিং। সময় নষ্ট না করে সরাসরি ময়দানে নেমে প্রশাসনিক প্রস্তুতির খতিয়ান খতিয়ে দেখলেন তিনি।

গত ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট পরিচালনা কেন্দ্র (ডিসিআরসি) পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার। পরিদর্শনকালে তিনি কেন্দ্রগুলির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, স্ট্রংরুমের অবস্থান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন।

বিশেষ করে নির্বাচনকে ঘিরে কোনও ধরনের ঝুঁকি এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। প্রশাসনিক স্তরে কোনও ফাঁকফোকর না রাখতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জসপ্রিত সিং জানান, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই পূর্ববর্তী সমস্ত প্রস্তুতি ও গৃহীত পদক্ষেপগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে আরও কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায়।"

বিতর্কিত বুথ পরিদর্শন পুলিশের

দিনহাটা মহকুমার বামনহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকালিরছড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। এরই মধ্যে ফের চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এল কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার বামনহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাকালিরছড়া এলাকার তিনটি বিতর্কিত বুথ। উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন ৭/১০০, ১০১ ও ১১০ নম্বর বুথে শতভাগ ভোটার ইনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ার অভিযোগ ঘিরে আগেই রাজ্যজুড়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

গত ১৫ মার্চ রবিবার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই কার্যকর হয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি। সেই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষকরা।

গত ১৮ মার্চ বুধবার বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ দিনহাটার বামনহাট এলাকায় পরিদর্শনে আসেন পুলিশ অবজার্ভার বচ্চন সিং এবং জেনারেল

অবজার্ভার জ্ঞানেন্দ্র কুমার গাঙ্গোয়ার। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক ভারত সিং, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত দেবনাথ, বিডিও নীতিশ তামাং এবং সাহেবগঞ্জ থানার ওসি নকুল রায়।

পর্যবেক্ষকরা প্রথমে বামনহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন পশ্চিম বাকালির ছড়া এলাকার বিতর্কিত বুথগুলি। পরিদর্শন শেষে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সেখান থেকে রওনা দেন পর্যবেক্ষকদের দল। নির্বাচনের আগে এই হঠাৎ পরিদর্শন ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বুথগুলির পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এবং নির্বাচন যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও বাজারে কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ তুলে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। গত ১৬ মার্চ সোমবার রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহের নেতৃত্বে দিনহাটায় এক প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন দলের কর্মীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উদয়ন গুহর অভিযোগ, একদিকে গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুত থাকার দাবি করা হচ্ছে, অন্যদিকে হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন। তাঁর বক্তব্য, বাজারে কালোবাজারি চলছে এবং তার প্রভাব সরাসরি পড়ছে সাধারণ মানুষের উপর।

তিনি জানান, সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যেই এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে এবং এই ইস্যুতে প্রতিবাদ ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। দিনহাটা বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা এদিনের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি এদিন ছিটমহলবাসীদের ভোটাধিকার নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন উদয়ন গুহ। তাঁর দাবি, ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে বাসিন্দাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বর্তমানে এসআইআর প্রক্রিয়ার অজুহাতে তাঁদের ভোটাধিকার খর্ব করার চেষ্টা চলছে।

মন্ত্রী অভিযোগ করেন, আইনি জটিলতার অজুহাতে ছিটমহলবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। এই বিষয়েও আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সরব মহিলা কমিটি

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: নারী নির্যাতন, খুন ও ধর্ষণের ক্রমবর্ধমান ঘটনার প্রতিবাদে এবং বিভিন্ন সামাজিক দাবিকে সামনে রেখে গত ১৫ মার্চ রবিবার কোচবিহারে পথে নামলো অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা কমিটি।

কোচবিহারের ক্ষুদিরাম স্কয়ার থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন, খুন ও ধর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়েছে। মদ সহ সব মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার দাবিও তোলা হয়। এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করা, বৈধ ভোটারদের নাম দ্রুত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি রুখে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার দাবিও তোলা হয়েছে। অম্বালিকা সরকারের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তি এবং এমজেএন মেডিক্যাল কলেজের নার্স ছন্দা রায়ের হত্যাকারীর দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সান্ত্বনা দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য যূথিকা নাথ এবং কোচবিহার জেলা সম্পাদিকা নমিতা বর্মন সহ বহু সদস্য ও সমর্থক।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৬ মার্চ- ১৯ মার্চ, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

সংকটে আমজনতা

কোচবিহার জেলাজুড়ে বর্তমানে রান্নার গ্যাসের যে তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে, তা কেবল একটি জ্বালানি সমস্যা নয়, বরং এটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের ওপর এক চরম আঘাত। ভোররাত থেকে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের সামনে দীর্ঘ লাইন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা এবং দিনশেষে খালি হাতে বাড়ি ফেরা, এই ছবি এখন জেলার এক রূঢ় বাস্তবতা। পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস মন্ত্রক দেশে পর্যাপ্ত এলপিজি মজুতের দাবি করলেও, স্থানীয় স্তরে সরবরাহের এই ঘাটতি এক গভীর রহস্য ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার বার্তাই দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, গ্যাসের এই হাহাকারের সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু কারবার বা বিভ্রান্তিকর নিয়ম চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। দেওয়ানহাটের একটি গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়ার নামে গ্রাহকদের থেকে ৯৭৬ টাকা দাবি করা এবং সেই টাকা না দিলে বুকিং নিতে অস্বীকার করা এক প্রকার 'পরিষেবাগত সন্ত্রাস'। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হওয়ার কথা। সেখানে বিমা, পাইপ বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কেনাকে বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে জুড়ে দেওয়া আইনত ও নৈতিকভাবে কতটা গ্রহণযোগ্য, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

সংস্থার পক্ষ থেকে সুরক্ষার দোহাই দিয়ে যে খরচগুলোর কথা বলা হচ্ছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কেনা বাধ্যতামূলক না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের তা নিতে বাধ্য করার অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে তা সাধারণ মানুষের অসহায়তাকে পুঁজি করে মুনাফা লোটারই নামান্তর। সংকটের এই দিনে যখন মানুষের ঘরে উনুন জ্বলছে না, হোটেলে তন্দুরি আইটেম বা জনপ্রিয় পদ বন্ধ হয়ে ব্যবসায়িক ক্ষতি হচ্ছে, তখন সহমর্মিতার বদলে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়।

গ্যাস একটি অপরিহার্য পরিষেবা। এর সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের কার্যকলাপে স্বচ্ছতা বজায় রাখা প্রশাসনের প্রাথমিক দায়িত্ব। কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে প্রতিটি গ্যাস এজেন্সিতে ই-কেওয়াইসি এবং অন্যান্য চার্জ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া। একই সঙ্গে সরবরাহ ঘাটতির প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা দরকার। নয়তো, সাধারণ মানুষের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও বঞ্চনা যে কোনও সময় বড়সড় জনবিক্ষোভের রূপ নিতে পারে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক,
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

আমদানিনির্ভর ভারতের অর্থনীতিতে কি ঘনিয়ে আসছে সংকটের মেঘ?

সৌভিক দাস
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক, হুগলি

মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এখন এক চরম উত্তেজনার সময়। ইরানের অবস্থা বিশ্ব রাজনীতিকে ক্রমশ অস্থির করে তুলেছে। শুধু রাজনীতি নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই যুদ্ধ সারা বিশ্বে তার প্রভাব ফেলেছে। আর তার মধ্যে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার ফলে এক অন্যতম সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইরান ও ওমানের মাঝে অবস্থিত এই সরু জলপথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক - পঞ্চমাংশ তেলবাহী জাহাজ যাতায়াত করে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় ২০ মিলিয়ন ব্যারেলের বেশি অপরিশোধিত তেল এই প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত হয়, যা বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ। ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে সামান্য অস্থিরতাও বিশ্ব অর্থনীতিতে ঝড় তুলতে সক্ষম। সাম্প্রতিক মার্কিন - ইসরায়েলের ইরানের ওপর এবং ইরানের পাল্টা হুশিয়ারি এই প্রণালীকে কার্যত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করেছে। এর ফলে জাহাজ চলাচল কমে গিয়েছে, বিমার খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী।

প্রণালী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়নি ঠিকই তবে বাস্তবে এর কার্যকারিতা অনেকটাই ক্ষয় হয়েছে। একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজ হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে, অনেক তেলবাহী জাহাজ নিরাপত্তার অভাবে এই অঞ্চলে প্রবেশ করতেই চাইছে না। সৌদি আরব বা সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো দেশগুলোর বিকল্প পাইপলাইন থাকলেও সেগুলির ক্ষমতা খুবই সীমিত। ফলে হরমুজ প্রণালী অচল হলে তার বিকল্প পথ এখনও বিশ্বের হাতে নেই।

এই পরিস্থিতি ভারতের জন্য বিশেষ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। দেশের প্রয়োজনীয় তেলের একটা বড় অংশ যা আমদানি করতে হয়, তার বেশিরভাগটাই আসে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। এলএনজি ও রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রেও ভারত ব্যাপকভাবে এই পথের ওপরই নির্ভরশীল। যার ফলে এই প্রণালীতে সামান্য অস্থিরতাও দেশে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনীতির উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে।

যদিও ভারতের কাছে কিছু পরিমাণ তেল মজুত রয়েছে, তবে তা দীর্ঘমেয়াদী সংকট সামাল দিতে যথেষ্ট নয়। অথচ বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক করে এসেছেন যে, ভারতের আমদানি নির্ভরতার হার ৮৫ শতাংশের বেশি, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করছে। বিকল্প শক্তির উন্নয়ন ও সরবরাহের বৈচিত্র্য না বাড়ালে ভবিষ্যতে সামান্য ভূরাজনৈতিক সংকটও ভারতের অর্থনীতিকে বড়সড় ধাক্কা দিতে পারে।

কূটনৈতিক দিক থেকেও ভারতকে কঠিন ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে। একদিকে যেমন আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক, অন্যদিকে ইরান ও উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ — এই দুইয়ের মাঝে ভারতের অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে। সাম্প্রতিক উত্তেজনার সময় ইরান ভারতীয় জাহাজকে নিরাপত্তা দিয়ে জলপথ পার করার ব্যবস্থা করেছে এবং নৌবাহিনী মোতায়েন করেছে একথা ঠিকই, কিন্তু এগুলোর দ্বারা মূল সমস্যার সাময়িক সুরাহা করা হচ্ছে মাত্র।

তবে ভারত চেষ্টা চালাচ্ছে বিকল্প উৎস থেকে তেল আমদানির। রাশিয়া ও অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এগুলো কি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, না শুধু সংকটের সময় নেওয়া তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত? প্রশ্ন থেকেই যায়। অনেকের মতে, সরকারগুলি বারবার সতর্কবার্তা পেলেও বাস্তবে পাকাপাকি কোনো পথ প্রস্তুত করেনি, যার ফলে প্রতিবারই আন্তর্জাতিক সংকটের সময় দেশকে একই অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে হয়।

সর্বোপরি, হরমুজ প্রণালী আজ বিশ্বরাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এখানে সামান্য উত্তেজনা আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। আর ভারতের মতো আমদানি নির্ভর দেশের কাছে তা সরাসরি অর্থৈতিক চাপ তৈরি করে। সেক্ষেত্রে ভারত যতদিন না পর্যন্ত নিজের জ্বালানির নিরাপত্তা মজবুত করতে পারবে, ততদিন হরমুজ প্রণালীর মতো সংকট দেশের জন্য সতর্কবার্তা হয়ে ফিরে ফিরে আসবে।

ডিগ্রির বেড়াজালে বন্দি জ্ঞান: বিপন্ন কলম ও সমাজ

অর্পিতা পাল, শিক্ষার্থী,
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজ

এককালে বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম "তলোয়ারের চাইতেও কলম ধারালো অস্ত্র।" বোধহয় সেই কারণেই আজ নবজাগরণের হাত থেকে কলম ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তা সমাজে ঘটে যাওয়া অন্যায়- অবিচারের বিরুদ্ধে আঘাত না আনতে পারে। হয়তো বা কিছু শক্তিশালী গোষ্ঠী নিশ্চই বুঝতে পেরেছে- 'যদি আমরা কলমকে রুখতে না পারি তাহলে আমরাই একদিন রুখে যাবো, আমাদের ক্ষমতাও রুখে যাবে।' দীর্ঘ ভাবনা - চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে সর্বপ্রথম আঘাত শিক্ষাক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে নাহলে কলমকে দমিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা কখনোও সফল হবে না। যদি জ্ঞানের বিকাশ সঠিকভাবে না ঘটে তাহলে কলম দৌড়ানো তো দূরের কথা চলতেও পারবে কিনা সন্দেহ! শাসকের অগাধ শক্তির তলায় হয়তো আজ অনেক কলম লেখা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু সব কলম নয়। যখন সেই ক্ষমতাবান শক্তিশালী গোষ্ঠী লক্ষ্য করলো না! কিছুতেই ক্ষমতাবলে নবজাগরণের হাত থেকে কলম কেড়ে নেওয়া যাচ্ছেই না, সেই দুশ্চিন্তার সময় একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল। তা হলো- গাছকে এবার শিকড় সমেত গোড়া থেকে একেবারে উপড়ে ফেলা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত এমনভাবে ভেঙে ফেলা দরকার যাতে প্রকৃত জ্ঞানের আলো সর্বসাধারণের কাছে আকাশছোঁয়া হয়ে যায়।

যার ফলস্বরূপ, আজ সাধারণ মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং যারা প্রকৃত অর্থে যোগ্য তারা তাদের অসম্পূর্ণ স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলেও পারছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষা যেন নিছক ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে , প্রকৃত অর্থে জ্ঞানের বিকাশ কিন্তু ঘটছে না। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো এমন করা হয়েছে, যার দরুণ প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করা ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল ডিগ্রি লাভের মধ্য দিয়ে মানুষকে যন্ত্র বানিয়ে ফেলছে, মানসিক দিক থেকে কোনোরূপ উন্নতি ঘটছে না- যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। তবে মনে রাখা দরকার, ক্ষমতার দাপটে অজস্র অন্যায় চাপা রাখা যায় কিন্তু নির্মূল করা যায় না। আজ যদি আমরা সকলে এই অন্যায়- স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর না জোরালো করতে পারি তবে এই অন্যায়ই আমাদের গ্রাস করে নেবে।

বর্তমান পরিস্থিতির কঠিন বাস্তবকে লেখনীর মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরার এটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। আমি বিশ্বাস করি, কলম হলো এমন এক শক্তিশালী অস্ত্র, যার মাধ্যমে সমাজে যে আশার আলো জ্বলে ওঠে, তা কখনো ম্লান হওয়ার নয়।

কবিতা

গন্তব্য

সায়ন্তন ধর

যখনই শুরু হয় পথ চলা,
চেনা দেওয়ালগুলো একে একে পেছনে পড়ে থাকে।
রাস্তার ধারে গাছগুলোকে আপন মনে হয়,
চোখে ভেসে ওঠে নতুন ঠিকানা—
যা অনুচ্চারিত, অথচ গভীরভাবে প্রত্যাশিত।

প্রথমে মনে হয়, হারিয়ে যাচ্ছি—
কিন্তু পরক্ষণেই টের পাই,
আমি আসলে নিজেকে খুঁজতে বেরিয়েছি।
মন বলে, ঘর বেঁধো না, গৃহস্থ হোয়ো না—
তুমি যাযাবর, স্বপ্নে পথচলা যার নিয়তি।

একেকটা সকাল বদলে দেয় দিকচিহ্ন,
একেকটা সন্ধ্যা গিলে ফেলে পুরোনো ক্ষত।
এভাবেই আমি এগোই,
মাটির নয়, আকাশের দিকে শিকড় ছড়িয়ে।

আমার দুচোখে থমকে থাকে
ঘুম না আসা রাতের গল্প,
জ্যোৎস্নায় ভেজা ট্রেনস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম,
কিংবা একটা অচেনা হোটেলের জানালা দিয়ে দেখা শীতের রোদ।

যেখানে যাই, যাকে দেখি,
সবাই হয়ে যায় পথের পাথেয়,
সবাই রেখে যায় একটু কিছু,
কখনো নাম, কখনো গান,
কখনো শুধু একফোঁটা মৌনতা।

আর আমি—
সবকিছু নিয়ে এগিয়ে যাই—
ঠিকানার ভেতরে হেঁটে
ঠিকানাহীনতার দিকে।

ফিরে আসবো

মৈত্রেয়ী বিশ্বাস

তোমায় অনুরোধ করবো না আর
শুধু এক বুক নিঃশব্দতা নিয়ে এগিয়ে যাবো
সবুজ পাতায় তুমি যখন কাজল কাব্য লিখবে
আমি পাতাবাহার হয়ে ফিরে আসবো আবার।

জলের কাছে জীবন চেয়ে বসবো
শিউলির কাছে চাইবো শরৎকে
যে বৃষ্টি মেঘকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলো
তাঁর আর্তনাদ শোনার অপেক্ষায় আমি ফিরে আসবো আবার।
যে কমরেড তীর্থে গিয়ে জল নিয়ে আসলো জাহ্নবীর
যুদ্ধে নামার আগে তাঁকে বরণ করতে আমি ফিরে আসবো আবার।

কোচবিহারে অল ইন্ডিয়া ট্যালেন্ট সার্চ কম্পিটিশন ২০২৬

কোচবিহার: কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যুক্ত হলো এক নতুন পালক। ১৫ মার্চ ২০২৬, সুরভারতী সংগীত মহাবিদ্যালয়-এর নিবেদনে এবং কোচবিহার সুরতরঙ্গ মিউজিক একাডেমি-র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় 'অল ইন্ডিয়া ট্যালেন্ট সার্চ কম্পিটিশন ২০২৬'।

বিশিষ্ট হাওয়াইন গিটারিস্ট দেব কুমার চক্রবর্তী এবং প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রুমা চক্রবর্তী-র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছিল। নবীন প্রতিভাদের অন্বেষণ এবং তাদের সঠিক মঞ্চ করে দেওয়াই ছিল এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য।

এদিনের অনুষ্ঠানে সঞ্চালক এবং বিচারকের গুরুদায়িত্বে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গৌতমী ভট্টাচার্য। তাঁর সাবলীল সঞ্চালনা এবং বিচারকার্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি আয়োজকদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রতিযোগীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত আন্তরিক এবং সংগীতে পরিপূর্ণ। বিচারক হিসেবে উপস্থিত থেকে গৌতমী ভট্টাচার্য জানান, "এত সুন্দর একটি আন্তরিক অনুষ্ঠানে গুণী মানুষদের সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেব কুমার বাবু ও রুমা দির এই প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়।" শহরের গুণীজন এবং সংগীতপ্রেমীদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি কোচবিহারের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

কবিতায় রাজবংশী ভাষাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে 'চিতলগাঙ'

পর্যালোচনায় পার্থ নিয়োগী

দীর্ঘদিন ধরে রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে চলেছে যতীন বর্মা সম্পাদিত 'চিতলগাঙ' পত্রিকা। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ বা নিম্ন অসম নিয়ে নয়। বাংলাদেশের রাজবংশী ভাষাচর্চা করা কবি ও সাহিত্যিকদেরও লেখা নিয়ে 'চিতলগাঙ'-এর ভৌগোলিক বিস্তার অনেকখানি এলাকা নিয়ে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন প্রকাশিত হল 'চিতলগাঙ'-এর ১১তম সংখ্যা। রাজবংশী ভাষাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবারের সংখ্যা। মোট ২২ জন কবির লেখা রাজবংশী ভাষার কবিতা নিয়েই এবারের সংখ্যা। 'চিতলগাঙ' সম্পাদক যতীন বর্মার পাশাপাশি এবারের সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন জগদীশ আশোয়ার, সন্তোষ সিংহ, গণেশচন্দ্র রায়, অজিত অধিকারী, ছবি ধরের এর মত বিখ্যাত কবিরা। বাংলাদেশের জনপ্রিয় রাজবংশী ভাষার কবি ইসমত আরার কবিতাও এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। সংবিধানের অষ্টম তপশিলে রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আঁকা প্রচ্ছদটি চমৎকার। সম্পাদকীয়র কথাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্য। সবমিলিয়ে, 'চিতলগাঙ'-এর এই সংখ্যা পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

শিলিগুড়িতে সাহিত্য উৎসব

শিলিগুড়ি: বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'এআই' কি সাহিত্যের রসাস্বাদ ও সৃজনশীলতায় প্রভাব ফেলছে? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সামনে রেখেই আগামী ২০ ও ২১ মার্চ শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে 'লিটারারি ফেস্ট'। শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির উদ্যোগে স্থানীয় একটি হোটেলে প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের এই মিলনমেলা বসবে।

উৎসবে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত হিন্দি কবি অরুণ কমল, সংযুক্তা দাশগুপ্তা, কল্যাণী ঠাকুর চাড়াল এবং যশোধরা রায়চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট সেবন্তী ঘোষ জানান, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও নেপালি—এই চার ভাষার সাহিত্য নিয়ে প্যানেল আলোচনা হবে। স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

গল্প

অচেনা প্রোফাইল

অনীশ দাম

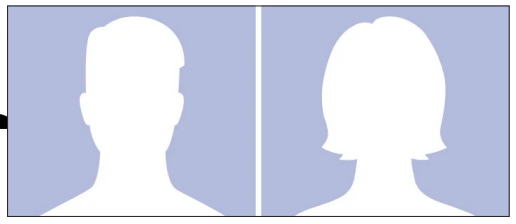

রাত জেগে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানো সমীরের বরাবরের অভ্যাস। প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করার দরুন সারাদিন কম্পিউটারের সামনে একটানা বসে কাজ করার পর শুধু এই রাতের সময়টুকুই তার নিজের বলে মনে হয়। কখনও শর্ট ভিডিও দেখে, কখনও অচেনা কোনো সুন্দরী মেয়ের প্রোফাইল স্টক করে, আবার কখনও বা কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাটিং করে। সেরকমই একটা মেয়ের প্রোফাইলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সে। এমন সময় সশব্দে একটা নোটিফিকেশন এল তার ফোনে। সে দেখল একটা অচেনা প্রোফাইল থেকে কিসের যেন একটা ছবি পাঠানো হয়েছে তাকে। প্রোফাইলটার কোনো নাম নেই, সে চ্যাট খুলে দেখল সেখানে একটা কুকুরের বিকৃত মৃতদেহের ছবি পাঠানো হয়েছে, কেউ নিষ্ঠুরভাবে তার মাথায় একটা বিরাট বড় পাথরের চাঁই দিয়ে বাড়ি মেরে মাথাটা থেঁতলে দিয়েছে। দেখে মাথাটা গরম হয়ে গেল সমীরের সে তৎক্ষণাৎ ফটোটা ডিলিট করে সেই অচেনা প্রোফাইলটাকে ব্লক করে দিল।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে সবে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে সমীর, এমন সময় পাশের গলিতে একটা ছোটোখাটো জটলা দেখতে পেল সে। ভিড় ঠেলে একটু এগোতেই সে চমকে উঠল। সে দেখল রাস্তার উপর একটা কুকুর মরে পড়ে আছে। গতকাল রাতে সেই প্রোফাইলটা থেকে তাকে যেই ছবিটা পাঠানো হয়েছিল অবিকল সেইভাবেই কেউ পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে মাথাটা থেঁতলে দিয়েছে কুকুরটার। পেটের ভিতর থেকে একটা বমি বমি ভাব উঠে এল সমীরের। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল।

অফিসে ওভারটাইম করে এসে ডিনার করে রোজকার মতো সোশ্যাল মিডিয়া খুলে বসল সমীর। কিছুক্ষণ পর আবার একটা নোটিফিকেশন ঢুকল তার ফোনে। সমীর চ্যাট বক্স খুলতেই তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল! কালকের সেই প্রোফাইলটা থেকে আবার একটা ছবি পাঠানো হয়েছে! কিন্তু গতকালই তো সে প্রোফাইলটা ব্লক করে দিয়েছিল। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব? সমীর কাঁপা হাতে চ্যাটটা খুলতেই দেখতে পেল লাল কুর্তি পড়া একটা মেয়ের ছবি। মেয়েটির গলায় ফাঁস লাগানো, জিভটা বের করা আর একটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে ঝুলে রয়েছে তার দেহটা। ছবিটা একটু জুম করতেই মেয়েটাকে চিনতে পারল সমীর। এটা তো প্রিয়াঙ্কা! তার মুখোমুখি বাড়িটায় ভাড়া থাকা সুজন দাশগুপ্তের ছোট মেয়ে! জায়গাটাও সে চিনতে পারল, তারই বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্ট এটা! মোবাইলটা বন্ধ করে কাঁপতে লাগল সমীর। ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠল, আবার পরক্ষণেই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে একটা রাস্তার কুকুরের মরার ঘটনা কাকতালীয় ভাবে মিলে গিয়েছে বলে এটাও সত্যি হবে এমন তো কোনো মানে নেই। হয়তো কেউ এ. আই. দিয়ে এরকম ছবি বানিয়ে মস্করা করছে তার সাথে।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়ালই নেই সমীরের। ঘুম ভাঙল জানলার বাইরে থেকে আসা একটা শোরগোলের শব্দে। দৌড়ে গিয়ে জানলা খুলতেই আতঙ্কে হিম হয়ে গেল সে। সে দেখল অবিকল গতকালের ছবিটার মতোই সামনের ল্যাম্পপোস্টটা থেকে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে রয়েছে প্রিয়াঙ্কা। পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে জায়গাটা। হাউহাউ করে কাঁদছেন সুজন দাশগুপ্ত আর তার স্ত্রী।

রাত্রিবেলা। আজ অফিসে যায়নি সমীর। সারাদিন কোনো খাবারও মুখে দেয়নি। সারাক্ষণ তার মনে হচ্ছে এই বুঝি আবার নোটিফিকেশন এল। সে নেটওয়ার্ক অফ করে রেখেছে কিন্তু তাও তার ভয় কাটছে না। এমন সময় সত্যি সত্যি সশব্দে একটা নোটিফিকেশন ঢুকল ফোনে। দেখব না দেখব না করেও শেষ পর্যন্ত কৌতূহল দমন করতে না পেরে ফোনটা খুলেই ফেলল সমীর। আবার সেই প্রোফাইলটা থেকেই ছবি পাঠানো হয়েছে। আর এইবার স্বয়ং সমীরেরই ছবি। তার দেহটা পড়ে রয়েছে নিজের ঘরের মেঝেতে আর মাথা থেঁতলে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। সমীর আর নিতে পারল না, ছুঁড়ে ফেলে দিল ফোনটা। আর ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে কার যেন পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে। সে ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই, তার মানে নিশ্চয়ই কোনো আগন্তুক এসেছে তাকে হত্যা করতে। সে চকিতে খাটের নীচে থাকা শিলনোড়াটা তুলে নিল। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আগন্তুকের। দরজাটা খুলতেই সে সোজা সেটা সজোরে বসিয়ে দিল আগন্তুকের মাথা লক্ষ্য করে। একবার - দুইবার - তিনবার! আগন্তুকের শরীরটা এলিয়ে পড়ল মেঝেতে। নিশ্চিন্ত হয়ে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সমীর। এ তো সে নিজে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মেঝেতে! আস্তে আস্তে তার সব মনে পড়তে লাগল, আজ তো সে অফিসে গিয়েছিল, আজকে আরও বেশি কাজ থাকায় অনেক রাত করে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল সমীর। সামনের আয়নাটায় তাকিয়ে দেখল তার কোনো প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে মেঝেতে পড়ে রইল একটা তরতাজা মৃতদেহ, যা অবিকল একটু আগে দেখা ছবিটার মতো।

দলনেত্রীর ফোনেই দূর হল অভিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: দলের টিকিট না পাওয়ায় কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন রাজগঞ্জের চতুর্থবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটামও দিয়েছিলেন তিনি। এর ফলে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছিল জোর জল্পনা, দল ছাড়বেন খগেশ্বর নাকি প্রার্থী তালিকায় পরিবর্তন হবে?

তবে ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুরেই সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটল। রাজগঞ্জে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে খগেশ্বর রায় জানান, দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোন করে দীর্ঘসময় আলোচনা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর খোঁজ নেওয়ায় এবং দলের কাজে সক্রিয় থাকার আহ্বানেই তাঁর অভিমান ভেঙে যায়। খগেশ্বর রায় স্পষ্ট করেন, তিনি এখনও লিখিতভাবে জেলা চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেননি। ফলে তিনি তৃণমূলেই থাকবেন। জেলা সভাপতি মহুয়া গোপও নিশ্চিত করেছেন যে,

খগেশ্বর রায়ই জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে বহাল থাকবেন।

এদিন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের বাড়িতে ডাকা বৈঠকেও খগেশ্বর রায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথোপকথন হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্বীকার করেন, প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ আবেগের প্রভাবে হয়েছিল।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মালবাজারের প্রার্থী বুলু চিক বড়াইক, জেলা মেন্টর চন্দন ভৌমিক, যুব সভাপতি রামমোহন রায় সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। খগেশ্বর রায় বৈঠকে জানিয়েছেন, দলের নির্দেশ মেনে তিনি এখন থেকে জেলায় সব প্রার্থীর প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন। বিশেষ করে রাজগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনসহ সকল প্রার্থীর জয়ের লক্ষ্যে কাজ করবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি।

বিধাননগর ও শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের বদলি স্থগিত কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা ও শিলিগুড়ি: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পুলিশি রদবদল নিয়ে তৈরি হওয়া টানটান নাটকে এল নতুন মোড়। নির্বাচন কমিশনের আগের সিদ্ধান্ত থেকে কিছুটা সরে এসে স্বস্তি দেওয়া হলো বিধাননগর ও শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে। বুধবার রাতে কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল যে, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুরলিধর শর্মা এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ওয়াকার রাজাকে ভোটের পর্যবেক্ষক হিসেবে তামিলনাড়ুতে পাঠানো হবে। তবে বৃহস্পতিবার এক নাটকীয় সিদ্ধান্তে সেই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে কমিশন। ফলে এই দুই প্রভাবশালী আইপিএস আধিকারিককে আপাতত রাজ্যের বাইরে যেতে হচ্ছে না।

তবে এই দুই কমিশনার ছাড় পেলেও বাকি ১৩ জন অপসারিত আইপিএস আধিকারিকের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আকাশ মাঘারিয়া, অলক রাজোরিয়া ও রশিদ মুনির খানের মতো আধিকারিকদের পুরনো নির্দেশ মেনেই কেরল ও তামিলনাড়ুতে নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, অপসারিত এই আধিকারিকদের এ রাজ্যে বর্তমান নির্বাচনের কোনো কাজে আর নিয়োগ করা যাবে না।

এদিকে, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে সরাসরি এই গণ-বদলিকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে লেখা চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, প্রচলিত রীতির পরিপন্থী এই পদক্ষেপের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। রাজ্য থেকে নামের প্যানেল না চেয়ে সরাসরি আইপিএস-দের ভিনরাজ্যে পাঠানোর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদল ও কমিশনের মধ্যে সংঘাত এখন তুঙ্গে।

পাহাড়ে মোর্চার ওপরই আস্থা পদ্ম শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ এক ধাক্কায় বদলে দিল বিজেপি। দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী জিএনএলএফ-কে কার্যত খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পাহাড়ের তিনটি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। দলের এই সিদ্ধান্তে সবথেকে বড় চমক বিদায়ী বিধায়ক নীরজ জিম্বার টিকিট না পাওয়া।

বিজেপির এই নতুন কৌশলে দার্জিলিং আসনটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বিমল গুরুংয়ের অনুগামী নমন রাইকে। তবে তিনি লড়াই করবেন বিজেপির 'পদ্ম' প্রতীকেই। অন্যদিকে, দলত্যাগী বিষ্ণু প্রসাদ শর্মার ছেড়ে যাওয়া কার্শিয়াং আসনে বিজেপি বাজি ধরেছে সোনম লামার ওপর। কালিম্পং থেকে পদ্ম শিবিরে প্রার্থী হচ্ছেন ভরত ছেত্রী।

পাহাড়ের রাজনীতিতে জিএনএলএফ এবং বিমল গুরুংয়ের মোর্চা—উভয়ই বিজেপির সঙ্গী হলেও এবার পাল্লা ভারী হয়েছে গুরুং শিবিরের। তিনটি আসনের একটিতেও জিএনএলএফ-এর কোনো নেতাকে জায়গা না দেওয়াটা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইতিমধ্যেই অনীত থাপার দল 'ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা' তৃণমূলের সমর্থনে পাহাড়ের তিনটি আসনেই কোমর বেঁধে নেমেছে। এখন বিজেপি ও বিমল গুরুংয়ের এই জোট অনীত থাপার দুর্গ কতটা কাঁপাতে পারে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা পাহাড়।

৬০ বছরের বৃদ্ধ পেলেন যুবসাথী, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে 'যুবসাথী' প্রকল্পকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বিডিও অফিস চত্বর। বৃহস্পতিবার ১৯ মার্চ, হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকরা সরকারি ভাতার দাবিতে বিডিও অফিসের ভেতরেই অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। তবে বিক্ষোভ দানা বাঁধার আগেই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয় হয়ে আন্দোলনকারীদের হটিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিক্ষোভকারী যুবকদের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। তাঁদের দাবি, যেখানে প্রকৃত যোগ্য ও শিক্ষিত প্রার্থীরা মাসের পর মাস আবেদন করেও প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না, সেখানে দুর্নীতির মাধ্যমে সাত বছরের নাবালক থেকে শুরু করে ৬০ বছরের বৃদ্ধের অ্যাকাউন্টেও অনায়াসেই পৌঁছে যাচ্ছে সরকারি টাকা। যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার এক বিশাল চক্র এখানে কাজ করছে বলে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। এমনকি অভিযোগ উঠেছে যে, সরকারি পোর্টালের অত্যন্ত গোপনীয় আইডি ও পাসওয়ার্ডও এখন দালালদের কব্জায়। আবেদনকারীদের কাছে দালালদের ফোন আসছে এবং টাকা না দিলে ফাইল ছাড়া হবে না বলে সরাসরি 'কাটমানি' দাবি করা হচ্ছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন ও পুলিশ কড়া অবস্থান নিলেও বিতর্ক থামছে না। বিডিও অফিসের সামনে ধর্না চলাকালীন কেন্দ্রীয় বাহিনী বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিলে উত্তেজনা আরও বাড়ে।

এই বিষয়ে চাঁচলের মহকুমাশাসক ঋত্বিক হাজরা জানিয়েছেন যে, অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়ায় কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি থাকতে পারে, যা দ্রুত খতিয়ে দেখে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, তা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

আপাতত প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও, সরকারি প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ থেকেই যাচ্ছে।

গেরুয়া বসন ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে সন্ন্যাসী, কালিয়াগঞ্জে চর্চায় উৎপল ব্রহ্মচারী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কালিয়াগঞ্জ: উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে উৎপল ব্রহ্মচারীর নাম ঘোষিত হতেই জেলা রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কুনোর ভারত সেবাশ্রমের প্রাক্তন মহারাজ জ্যোতির্ময়ানন্দজি হিসেবে পরিচিত এই সন্ন্যাসী এখন গেরুয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ। তবে আশ্রম ত্যাগ করে সরাসরি রাজনীতিতে আসা এবং সন্ন্যাসী হয়েও তফশিলি জাতি (এসসি) শংসাপত্র ব্যবহার করে নির্বাচনে লড়া, এই জোড়া বৈপরীত্য তাঁকে বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে, সংসারত্যাগী হয়েও কেন তিনি জাতিগত শংসাপত্র আঁকড়ে ধরলেন? উত্তরে উৎপলবাবু জানান, মঠের চার দেওয়ালে থেকে বৃহত্তর সমাজ সংস্কার সম্ভব নয় বলেই তিনি রাজনীতির আঙিনায় পা রেখেছেন। তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় বরং জনস্বার্থেই তিনি এই শংসাপত্র ব্যবহার করছেন। অন্যদিকে, ভোটার কার্ডে পিতার নামের জায়গায় নিজের আধ্যাত্মিক গুরুর নাম উল্লেখ করা নিয়েও আইনি প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। যদিও প্রার্থীর সাফাই, প্রয়োজনীয় সমস্ত হলফনামা ও নথিপত্র তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছেন এবং তাঁর পাসপোর্টে জন্মদাত্রী মায়ের নামও উল্লেখ রয়েছে।

আশ্রমের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে কালিয়াগঞ্জের তপ্ত রোদে এখন জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন এই লড়াকু সন্ন্যাসী।

প্রচারে নেমে পূজার্চনায় স্বপ্না

যুব সমাজের উন্নয়নই প্রচারের মূল লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: নির্বাচনের প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করেছেন রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপ্না বর্মন। আনুষ্ঠানিক প্রচারের আগে তিনি স্থানীয় ভ্রামরীদেবী মন্দিরে পুজো অর্চনা করে দেবীর আশীর্বাদ নেন।

গত ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে মন্দিরে পৌঁছান স্বপ্না বর্মন। তিনি জানান, তাঁর বাবার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়, তাই বাবার সুস্থতা কামনাও এই পুজোর অন্যতম উদ্দেশ্য।

তিনি আরও বলেন, যুব সমাজের উন্নয়নই তাঁর নির্বাচনী প্রচারের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দেবেন বলে জানান তিনি। উন্নয়নের বার্তা নিয়ে রাজগঞ্জের নির্বাচনী ময়দানে নামতে প্রস্তুত স্বপ্না বর্মন।

শিলাবৃষ্টির দাপটে ক্ষতির মুখে মাথাভাঙ্গার কৃষকরা, সহায়তার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: আকস্মিক প্রবল শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল মাথাভাঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকা। শিলাবৃষ্টির তাণ্ডবে ফসলের জমি থেকে শুরু করে বহু ঘরবাড়িরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির ছবি সামনে এসেছে মাথাভাঙ্গা ১ নম্বর ব্লকের পচাগড়, জোড়পাটকী এবং কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, বিঘার পর বিঘা জমির তামাক, ভুট্টা, আলু, কচু-সহ বিভিন্ন ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের কথায়, এই ফসলের উপরই তাঁদের সারা বছরের জীবিকা নির্ভর করে। আর কয়েকদিন পরেই ফসল ঘরে তোলার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই শিলাবৃষ্টির দাপটে সবকিছু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তাঁরা। অনেকেরই মাথায় হাত পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা দ্রুত সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, অবিলম্বে সাহায্য না পেলে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হবে।

এদিকে ক্ষয়ক্ষতির খবর পেয়ে গত ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছান মাথাভাঙ্গা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাবলু বর্মন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি দ্রুত সহায়তার আশ্বাস দেন। এদিন ওই এলাকায় নির্বাচনী প্রচারও সারেন তিনি। প্রশাসনের তরফে এখনও পূর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতির

হিসাব না মিললেও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর।

শিলিগুড়িতে দৃষ্টিহীন ক্রিকেটের রোমাঞ্চকর সমাপ্তি, চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি রাইজার্স

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: টানটান উত্তেজনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে শিলিগুড়িতে সমাপ্ত হল রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় দৃষ্টিহীনদের টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 'অল বেঙ্গল ভিশন-আই চ্যালেঞ্জার্স কাপ ২০২৬'। সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'উত্তরের দিশারী'-র উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে। গত ১৩ মার্চ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ি রাইজার্স দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে দুর্গাপুর চ্যালেঞ্জার্সকে পরাজিত করে। পরদিন ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত তিনটি ম্যাচের মধ্যে প্রথমটিতে সুন্দরবন টাইগার্সকে হারায় দুর্গাপুর চ্যালেঞ্জার্স, দ্বিতীয়টিতে ডুয়ার্স টেরাই সুপার ১১-এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে দার্জিলিং রয়ালার্স এবং তৃতীয় ম্যাচে সুন্দরবন টাইগার্সের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নেয় শিলিগুড়ি রাইজার্স। এরপর ১৫ মার্চ সকালে কলকাতা ক্যাপিটাল দার্জিলিং রয়ালার্সকে পরাজিত করার পর পয়েন্ট তালিকার ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ধারিত হয়।

শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর ময়দানে আয়োজিত গ্র্যান্ড ফাইনালে মুখোমুখি হয় শিলিগুড়ি রাইজার্স এবং ডুয়ার্স টেরাই সুপার ১১। টসে জিতে লড়াই শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ১৩.৫

ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১১৪ রান তুলে শিরোপা নিশ্চিত করে শিলিগুড়ি রাইজার্স। দৃষ্টিহীন ক্রিকেটারদের এই অসামান্য নৈপুণ্যের সাক্ষী থাকে পুরো শহর। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি দল বি১ (সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন), বি২ (আংশিক দৃষ্টিহীন) এবং বি৩ (৩০-৪০ শতাংশ ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন) ক্যাটেগরির খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ফাইনালে শিলিগুড়ি রাইজার্সের পক্ষে ওম শাঁ (বি১), বিজয় মান্না (বি২) এবং নাসিরউদ্দিন আহমেদ (বি৩) নিজ নিজ ক্যাটেগরিতে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। এছাড়াও দিব্যেন্দু মাহাতো সেরা ব্যাটসম্যান, আর্মেন জেস্ সেরা বোলার এবং উকিল কিস্কু সেরা ফিল্ডারের সম্মাননা লাভ করেন।

ম্যাচ শেষে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেব বিজয়ীদের হাতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, সিএবিবি-র সিনিয়র প্রেসিডেন্ট বুসে গৌড়া, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চিন্ময় মণ্ডল এবং কাউন্সিলর লক্ষ্মী পালসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরের দিশারী-র কার্যকরী সভাপতি সুজিত চ্যাটার্জী জানান যে, বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস তুলে ধরাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে সংস্থার সভাপতি অনুপ দত্ত আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে এই টুর্নামেন্ট আরও বড় পরিসরে আয়োজিত হবে। উপস্থিত অতিথিরা খেলোয়াড়দের অদম্য মানসিক শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সমাজিক মূল স্রোতে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

উত্তরের খেলার মাঠ থেকে...

এমজেএন ক্লাবের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত অভিনন্দন ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ১৫১ রানের ব্যবধানে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাবকে হারিয়ে জয় পেল এমজেএন ক্লাব। গত ১৮ মার্চ বুধবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় এমজেএন ক্লাব। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে তারা ২৬৪ রান তোলে। দলের হয়ে ১০৫ রানের দুর্দান্ত শতরান করেন সুকুমার বর্মন। পাল্টা ধলুয়াবাড়ির রাজদীপ কর্মকার ৪০ রান তুলে ৩টি উইকেট নেন। ২৬৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৩০ ওভারে ১১৩ রানেই গুটিয়ে যায় ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৫ রান করেন পবিত্র দে। এমজেএনের হয়ে ২৯ রানে ৪ উইকেট নেন দীপায়ন গুহ। ম্যাচের সেরা হন সুকুমার বর্মন।

জয়ী শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: সিএবি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট লিগে জিতল শিলিগুড়ি। গত ১৮ মার্চ বুধবার মালদায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে হুগলিকে ৬০ রানে পরাজিত করে দাপুটে জয় পেল তারা। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান তোলে শিলিগুড়ি। দলের পক্ষে ১০৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন নিরুপম বর্মন। এছাড়া ৪৫ রান তোলেন প্রবীণ ছেত্রী। হুগলির বোলার আয়ুষ মালিক ৩ উইকেট নেন। পাল্টা আক্রমণ করতে এসে ৩৯ ওভারে ১৮০ রানে অল আউট হয়ে যায় হুগলি। দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ম্যাচের সেরা হন নিরুপম বর্মন।

জয়ী সেবক সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন

রায়গঞ্জ: রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত ৮ দলীয় অলকানন্দ দে ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় দাপুটে জয় পেল সমাজ সেবক সংঘ। সম্প্রতি স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৪-০ গোলের ব্যবধানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং সেন্টারকে পরাজিত করে। পুরো ম্যাচ জুড়ে সমাজ সেবক সংঘের দাপট ছিল লক্ষণীয়।

ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: গত ১৮ মার্চ সলসলাবাড়িতে শুরু হল অনূর্ধ্ব-১৩ কিডস কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ফ্রেন্ডস ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং ডুয়ার্স কালচারাল ইউনিটের সহযোগিতায় আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই কচিকাঁচাদের উচ্ছ্বাস তুঙ্গে।

উদ্বোধনী ম্যাচেই দেখা গেল দারুণ লড়াই। এমএসডি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৫ রানে পরাজিত করল উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এমএসডি ২০ ওভারে ১১৯ রান তোলে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন অভীক চন্দ্র সরকার। জবাবে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি শেষপর্যন্ত ৫ উইকেটে ১১৪ রানেই থেমে যায়। ২ উইকেটে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন আতিফ শায়ার।

অন্য ম্যাচে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দাপুটে পারফরম্যান্সে ৩৫ রানে পরাজিত হয়েছে বোরোল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। প্রথমে ব্যাট করে ৯৭ রান তোলে রেইনবো। দলের হয়ে ২২ রান তোলেন নীলাদ্রি রায়। জবাবে বোরোল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মাত্র ৬২ রানেই অলআউট হয়ে যায়। দুর্দান্ত বোলিং করে ৮ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন রাজদীপ চক্রবর্তী।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রায়কতপাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: সিএবি আয়োজিত অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জেরে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল তারা।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র দল হিসেবে রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনই এই পর্যায়ে ওঠার ছাড়পত্র পেয়েছে। আগামী ২১ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে রায়কতপাড়া। ওই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ২২ ইয়ার্ড স্পোর্টস স্কুল। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে দল।

এসি কমার্স কলেজের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: গত ১৮ মার্চ বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃকলেজ টি২০ ক্রিকেট ম্যাচে জলপাইগুড়ির এসি কমার্স কলেজ ৬ উইকেটে জয় তুলে নিল দাগাপুরের আইআইএলএস-এর বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে আইআইএলএস ১৭.২ ওভারে ১১৪ রানে অল আউট হয়। দলের হয়ে তুর্জ সাহা ২১ ও দেবদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ রান করেন। এসি কমার্সের বোলার অভিনব চক্রবর্তী (৩ উইকেট, ১৮ রান) ও নীলকমল মণ্ডল (৩ উইকেট, ১৪ রান) কার্যকর বোলিং করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এসি কমার্স ১৭.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান করে জয় নিশ্চিত করে। দলের হয়ে শুভদীপ শীল ৪১ ও তন্ময় রায় ২৬ রান তোলেন। আইআইএলএসের সোমনাথ দত্ত ৩ উইকেট নেন।

যোগাসনে সেরা শিল্পী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার জেলা যোগা স্পোর্টস সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত জেলাভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় অভাবনীয় সাফল্য পেল উত্তরবঙ্গ ভোটবাড়ি সীমা যোগা অ্যাকাডেমি। ১৫ মার্চ রবিবার কোচবিহারে আয়োজিত এই আসরে সব বিভাগ মিলিয়ে 'সেরাদের সেরা' শিরোপা জিতেছেন উদীয়মান যোগা তারকা শিল্পী বসাক। তিনি মহিলাদের 'ডি' গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন, যেখানে দ্বিতীয় হয়েছেন সারথি রায়।

অ্যাকাডেমির অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মহিলাদের 'সি' গ্রুপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে হিয়া বর্মন ও কোয়েল রায়। ছেলেদের বিভাগে গ্রুপ 'এ'-তে প্রথম হয়েছেন সৌরভ বর্মন। এছাড়া গ্রুপ 'বি' ও 'ডি' বিভাগে রানার্স-আপ হয়েছেন যথাক্রমে বিরাজ বর্মন ও সিরাজ আলম। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। জেলা স্তরে এই সাফল্যের পর শিল্পীর লক্ষ্য এখন জাতীয় স্তরে জেলার নাম উজ্জ্বল করা। প্রতিযোগিতা শেষে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। শিল্পীর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর কোচ, পরিবার এবং স্থানীয় ক্রীড়া মহল।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৩০০ রানের ইতিহাসের আশা

আইপিএল ২০২৬

নিজস্ব প্রতিবেদন

মুম্বই: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৩০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করা এখন আর কোনো অলীক কল্পনা নয়, বরং সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বিগত কয়েক মরসুমে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের ট্র্যাভিস হেড বা ঈশান কিশানের মতো বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানরা যখন ৩০০ রানের খুব কাছাকাছি পৌঁছেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, তাদের আক্ষেপ পর্বতারোহীদের এভারেস্ট জয়ের ঠিক আগে ফিরে আসার যন্ত্রণার সঙ্গেই তুলনীয়। ২০২৪ সালে আরসিবির বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের ২৮৭ রান ছিল আইপিএলের সর্বোচ্চ স্কোর। এরপরের মরসুমেও তারা ২৮৬ রান তুলতে সক্ষম হয়। এক সময় ওয়ানডে ক্রিকেটে ৩০০ রান ছিল আকাশছোঁয়া লক্ষ্য, কিন্তু গত তিন দশকে ক্রিকেটের বিবর্তন এতটাই দ্রুত হয়েছে যে, এখন ৫০ ওভারের ম্যাচে ৫০০ রানের কাছাকাছি স্কোর হচ্ছে। সেই একই বিবর্তনের ঢেউ এখন আইপিএলের আঙিনায় এসে আছড়ে পড়েছে।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, আইপিএল ইতিহাসের শীর্ষ দশটি স্কোরের মধ্যে নয়টিই এসেছে গত দুই মরসুমে। এমনকি ২৫০ ঊর্ধ্ব স্কোরের ১৩টি ঘটনার মধ্যে ১২টিই ঘটেছে গত তিন বছরে। ব্যাটসম্যানদের স্ট্রাইক রেট প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে; ২০২৩ সালে যা ছিল ১৪১.৭১, ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫২.৩৯-এ। এই অভাবনীয় পরিবর্তনের নেপথ্যে বড় ভূমিকা পালন করছে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম। এই নিয়মের ফলে ব্যাটসম্যানরা শুরু থেকেই নির্ভয়ে ব্যাট করার লাইসেন্স পাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, অভিষেক শর্মা ও ট্র্যাভিস হেডের ব্যাটিং তাণ্ডবের কথা বলা যায়, যারা মাত্র ৫৮ বলে ১৬৬ রানের লক্ষ্য পার করেছিলেন। সেই গতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০ ওভার শেষে স্কোর ৩৩২ রান হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২০২৬ সালের আইপিএল-এই হয়তো প্রথমবারের মতো কোনো দল ৩০০ রানের গণ্ডি টপকে নতুন ইতিহাস লিখবে।

অনাহতের লক্ষ্য বিশ্বজয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

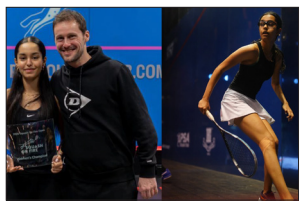

মুম্বই: ভারতের উদীয়মান স্কোয়াশ তারকা অনাহত সিং বর্তমানে তাঁর খেলায় ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা ফেরাতে মরিয়া। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা জেএসডব্লিউ ইন্ডিয়া ওপেনে নিজের খেতাব রক্ষা করতে নামার আগে ১৮ বছর বয়সী এই শাটলার জানান, ছোটবেলায় ব্যাডমিন্টন খেলার সুবাদে তাঁর কবজির কারিকুরি বা 'ডিসেপশন' সহজাত, যা মিশরীয় খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তাঁকে বাড়তি সুবিধা দেয়। তবে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ২০ নম্বরে থাকা অনাহত এখন এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সোজা শট মারার মতো সাধারণ কৌশলে বেশি জোর দিচ্ছেন।

অনাহতের ফরাসি কোচ তথা প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্রেগরি গল্টিয়ার তাঁর ফিটনেস এবং মানসিক দৃঢ়তার ওপর কাজ করছেন। জুনিয়র সার্কিটে এটিই অনাহতের শেষ বছর, তাই ব্রিটিশ জুনিয়র এবং ওয়ার্ল্ড জুনিয়র খেতাব জিততে তিনি বদ্ধপরিকর। এর আগে বিশ্ব জুনিয়র প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জিতলেও, এবার নিজের ভুলগুলো শুধরে স্বর্ণপদক জয়ের লক্ষ্য নিয়ে 'অল ইন' বা সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে প্রস্তুত এই ভারতীয় প্রতিভা।

২৩ থেকে ২৮ মার্চ ‘ইসুজু আই-কেয়ার প্রি-সামার ক্যাম্প’

কলকাতা: গ্রাহকদের সেরা পরিষেবা এবং উন্নত মালিকানার অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া তাদের ডি-ম্যাক্স পিক-আপ এবং এসইউভি রেঞ্জের জন্য দেশব্যাপী ‘ইসুজু আই-কেয়ার প্রি-সামার ক্যাম্প’ আয়োজন করতে চলেছে। আসন্ন গ্রীষ্মের মরসুমে গ্রাহকদের ঝামেলামুক্ত ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে এবং গাড়ির আগাম রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা দিতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

‘ইসুজু কেয়ার’-এর এই বিশেষ উদ্যোগটি আগামী ২৩ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত ইসুজু অনুমোদিত ডিলার সার্ভিস আউটলেটে আয়োজিত হবে। এই ছয় দিনব্যাপী ক্যাম্পে গ্রাহকরা তাদের প্রিয় ইসুজু যানবাহনের জন্য নানা আকর্ষণীয় পরিষেবা এবং বিশেষ সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এর মধ্যে রয়েছে লুব্রিক্যান্ট ও পার্টসের ওপর বিশেষ ছাড় এবং অভিজ্ঞ মেকানিকদের দ্বারা গাড়ির নিখুঁত চেক-আপ-এর সুবিধা।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কলকাতা, হাওড়া, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, জয়গাঁ এবং গুয়াহাটির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতেও এই ক্যাম্প আয়োজিত হবে। এছাড়া দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাইসহ দেশের প্রায় সব প্রধান শহরের অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে এই সুবিধা মিলবে। গ্রাহকরা পরিষেবা বুকিংয়ের জন্য নিকটস্থ ডিলার আউটলেটে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। এছাড়া বিস্তারিত তথ্যের জন্য ১৮০০ ৪১৯৯ ১৮৮ (টোল-ফ্রি) নম্বরেও যোগাযোগ করা যাবে।

এআই+ স্মার্টফোনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন ঈশান কিষাণ

কলকাতা: জনপ্রিয় স্মার্টফোন ব্র্যান্ড এআই+ আজ ক্রিকেটার ঈশান কিষাণের সঙ্গে তাদের এক বিশেষ চুক্তির কথা ঘোষণা করেছে। যে ব্র্যান্ড প্রযুক্তির সঙ্গে কখনো আপস করে না, তাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন এমন এক ক্রিকেটার যিনি নিজের কেরিয়ারে কোনো সিমায় আটকে থাকেননি। এই দুপক্ষের মেলবন্ধন একটি সাধারণ বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা হলো মানুষের স্বপ্ন বা লক্ষ্য যেন কখনোই সুযোগের অভাবে থমকে না যায়। এআই+ স্মার্টফোন সবসময়ই উন্নত প্রযুক্তি, তুখোড় পারফরম্যান্স এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনে ও সাশ্রয়ী মূল্যে সাধারণ মানুষের হাতে ফোন পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। এই সহযোগিতা প্রসঙ্গে এআই+ স্মার্টফোনের সিইও এবং ‘নেক্সট কোয়ান্টাম শিফট টেকনোলজিস’-এর প্রতিষ্ঠাতা মাধব শেঠ বলেন, “ঈশান কিষাণ আমাদের ব্র্যান্ডের আদর্শের এক জীবন্ত প্রতিফলন। তিনি কারও অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করে নিজের দক্ষতায় নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। আমরা ঠিক এই মানসিকতা নিয়েই কাজ করি যাতে মানুষ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে এবং তাদের হাতের প্রযুক্তি যেন সবসময় তাদের সঙ্গ দেয়। আমাদের আসন্ন ‘নোভা সিরিজ’ লঞ্চের আগে ঈশানের উপস্থিতি এই যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করবে।” আগামী কয়েক মাস জুড়ে ঈশান কিষাণকে এআই+ স্মার্টফোনের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী প্রচারে দেখা যাবে। ক্রিকেট প্রেমীরা ঈশানের অনুশীলনের বিভিন্ন না দেখা মুহূর্ত এবং বিশেষ কিছু কনটেন্ট দেখার সুযোগ পাবেন, যা মূলত এআই+ ডিভাইসের মাধ্যমেই তৈরি করা হবে। খুব শীঘ্রই কোম্পানি তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ‘নোভা সিরিজ’ বাজারে আনতে চলেছে। এই জোটটি মূলত সেই ধারণাকেই তুলে ধরছে যে বড় স্বপ্ন দেখার পথে কোনো বাধার সঙ্গে আপস করা উচিৎ নয়।

৫০০০-এর বেশি বাসের অর্ডার পেল টাটা মোটরস

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক সংস্থা টাটা মোটরস, দেশের বিভিন্ন রাজ্য পরিবহন সংস্থা থেকে ৫,০০০-এরও বেশি বাস এবং বাস চেসিসের অর্ডার পেয়েছে। সরকারি ই-বিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, বিহার, রাজস্থান, কেরালা, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড় পরিবহন সংস্থা থেকে এই বিশাল অর্ডারগুলো করা হয়েছে। ভারতের গণপরিবহন ব্যবস্থায় টাটা মোটরসের ভূমিকা কয়েক দশক ধরে অপরিসীম। টাটা ম্যাগনা, টাটা সিটিরাইড, টাটা স্টারবাস এবং এলপিও সিরিজের মতো বিভিন্ন মডেলের এই বাসগুলো আন্তঃরাজ্য এবং শহরের ভেতরে যাতায়াতের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এগুলো যাত্রী নিরাপত্তা, আরাম এবং দীর্ঘস্থায়ী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

টাটা মোটরস লিমিটেডের কমার্শিয়াল প্যাসেঞ্জার ভেহিকল বিজনেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মি. আনন্দ এস. বলেন, “বিভিন্ন রাজ্য পরিবহন সংস্থার এই আস্থা আমাদের গতিশীল সমাধানের প্রতি গভীর বিশ্বাসের প্রতিফলন। আমাদের বাসগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। এই অর্ডারগুলো ভারতের ভবিষ্যৎ গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।” ৯-সিটার থেকে ৫৫-সিটার পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরের যানবাহনের পাশাপাশি টাটা মোটরস তাদের ‘সম্পূর্ণ সেবা ২.০’ প্রোগ্রামের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২৪ ঘণ্টা ব্রেকডাউন সাহায্য দিয়ে থাকে। দেশজুড়ে ৪,৫০০-এর বেশি সেলস ও সার্ভিস টাচপয়েন্টের মাধ্যমে টাটা মোটরস শহর ও গ্রামীণ ভারতে নিরাপদ ও দক্ষ গণপরিবহন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

১১ মার্চ দুপুর ১২ টা থেকে ফ্লিপকার্টে বিক্রি শুরু হয়েছে এআই+ স্মার্টফোন

কলকাতা: AI+ SMARTPHONE, বাজারে নিয়ে এলো তাদের ‘PULSE 2’ মডেলটি যা পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৫,৯৯৯ টাকার প্রারম্ভিক মূল্যে, যেখানে রয়েছে বেশ কিছু আকর্ষণীয় ফিচার প্রদান করে; তবে সম্ভাব্য গ্রাহকদের উচিত হবে পরিমিত প্রত্যাশার সাথে এটি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া। এতে রয়েছে উল্লেখযোগ্য ৬,০০০ MAH ব্যাটারি, যা এই ক্যাটাগরির মধ্যে সবচেয়ে স্লিম হওয়ার দাবি রাখে— এবং এটি সাশ্রয়ী মূল্যে সারাদিন ব্যাটারি লাইফ নিশ্চিত করে। এছাড়াও, AI+ SMARTPHONE টি আগের মডেলের ৯০ HZ ডিসপ্লে থেকে ১২০ HZ ডিসপ্লেতে উন্নীত হয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

এর পেছনের ক্যামেরাটিতে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেল, যা PULSE 1 মডেল থেকেই অপরিবর্তিত, তবে সামনের ক্যামেরাটিকে ৫ মেগাপিক্সেল থেকে বাড়িয়ে ৮ মেগাপিক্সেল করা হয়েছে - যা সেলফি-প্রেমীদের জন্য আনন্দের সংবাদ। সব মিলিয়ে, ছবি তোলার ক্ষেত্রে এর পারফরম্যান্স দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হলেও, এটি দামী স্মার্টফোনগুলোর ক্যামেরার সাথে এর তুলনা চলে না।

UNISOC T7250 প্রসেসরটি কল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্ট্রিমিংয়ের কাজগুলো দক্ষতার সাথে করতে পারে; তবে ভারী গেমিং কিংবা সাইলেন্ট মাল্টিটাস্কিংয়ের ক্ষেত্রে এর সক্ষমতার অভাব রয়েছে। যদিও, NXTQUANTUM OS একটি পরিচ্ছন্ন অভিজ্ঞতা প্রদান করে, তবুও এটি এখনও তার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে IP64 রেটিং এবং পাঁচটি ভিন্ন রঙের বিকল্প।

PULSE 2-এর 4GB + 64GB ভেরিয়েন্টের উদ্বোধনী দিনের মূল্য ছিল ৫,৯৯৯ টাকা, যা প্রথম দিন পার হওয়ার পর বেড়ে ৭,৪৯৯ টাকা মূল্যে দাঁড়িয়েছে।

শিকড়ের সুর নিয়ে ফিরছে কোক স্টুডিও ভারত সিজন ৪

থাকছেন আদিত্য রিখারি, কুলতে খান, ফাহিম আবদুল্লাহ, আরসালান নিজামি, রেখা ভরদ্বাজ প্রমুখ

কলকাতা: কোক স্টুডিও ভারত এবার চতুর্থ সিজন নিয়ে হাজির হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আঞ্চলিক সুর ও ঐতিহ্যকে নতুনভাবে তুলে ধরতে এই প্ল্যাটফর্মটি এ বছর ‘দ্য লিস্ট’-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নাম ঘোষণা করেছে।

গত সিজনের ‘আর্জ কিয়া হ্যায়’ বা ‘হোলি আয়ি রে’-এর মতো সুপারহিট গানগুলোর পর, সিজন ৪ দেশের মাটির আরও গভীরে লুকিয়ে থাকা গল্পকে তুলে ধরবে।

এ বছরের লাইন-আপে রয়েছেন আদিত্য রিখারি, কুলতে খান, ফাহিম আবদুল্লাহ, আরসালান নিজামি, মামে খান, এবং প্রখ্যাত গায়িকা রেখা ভরদ্বাজ সহ আরও অনেক প্রতিভাবান শিল্পী।

রাজস্থানি লোকসঙ্গীত, কাশ্মীরের আখ্যান, বেনারসের শিকড় কিংবা পাঞ্জাবের সুফি ধারা সব মিলিয়ে এ বছর ব্যক্তিগত গল্প, ভক্তি এবং স্মৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যাবে। রেখা ভরদ্বাজের মতে, ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন প্রেক্ষাপটে তাকে তুলে ধরার সুযোগ দেয় এই মঞ্চ। ফাহিম আবদুল্লাহ জানান, তাঁর কাশ্মীরের শিকড়কে জাতীয় স্তরে তুলে ধরার এটি একটি বড় সুযোগ।

কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার আইএমএক্স লিড শান্তনু গাঙ্গানে এবং ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও দেবরাজ স্যান্যাল জানান যে, কোক স্টুডিও ভারত কেবল একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান নয়, এটি আঞ্চলিক ভাষা ও বাদ্যযন্ত্রকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার এক শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁদের লক্ষ্য হলো সৃজনশীলতাকে পুঁজি করে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমসাময়িক শব্দের মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আজকের ডিজিটাল যুগে শ্রোতারা কেবল শ্রোতা নন, তাঁরা সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছেন।

খুব শীঘ্রই প্রথম গানটি মুক্তির মাধ্যমে কোক স্টুডিও ভারত সিজন ৪-এর সঙ্গীত সফর শুরু হবে।

অ্যাক্সিস ব্যাংকের নারী দিবস উদযাপন

কলকাতা: অ্যাক্সিস ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা এবং কৃতি নারীদের উল্লেখযোগ্য অবদানকে সম্মান জানাতে কলকাতায় নারী দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ উদযাপনের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী একাবলী খান্না। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অ্যাক্সিস ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ববৃন্দ, যার মধ্যে ছিলেন মি. সাত্তার আলী (রিজিওনাল ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং হেড – ইস্ট ১), মিস পিয়ালী রেড্ডি (গ্রুপ হেড – কর্পোরেট কমিউনিকেশনস), মি. অমিত পারেখ (সার্কেল হেড – পশ্চিমবঙ্গ ১), মি. সৌগত চ্যাটার্জি (সার্কেল হেড – পশ্চিমবঙ্গ ২) এবং মি. জাবির হোসেন রহিম (সার্কেল হেড – পশ্চিমবঙ্গ ৩)।

হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নারী গ্রাহক এবং ব্যবসায়ি, স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার, প্রশাসনিক, ফিনান্সিয়াল, সামাজিক প্রভাব ও সৃজনশীল শিল্পক্ষেত্রের বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বরা একত্রিত হয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত ভারতীয় পর্বতারোহী ও মোটিভেশনাল স্পিকার মিস পিয়ালী বসাক, কলকাতার মডেল, অভিনেত্রী ও সাবেক মিসেস ইউনিভার্স রিচা শর্মা এবং জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ড. ধৃতি ব্যানার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অ্যাক্সিস ব্যাংকের গ্রুপ হেড – কর্পোরেট কমিউনিকেশনস, মিস পিয়ালী রেড্ডি যোগ করেছেন, "ক্ষমতায়ন মানে কেবল সুযোগ পাওয়া নয়; এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নারীদের অবদানকে স্বীকার করা হয় এবং তাদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।" এদিন সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল একটি বিষয়ভিত্তিক নাটক, যা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একজন নারীর সংগ্রাম থেকে সাফল্যে পৌঁছানোর অনুপ্রেরণার যাত্রাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

অ্যাক্সিস ব্যাংকের নারী দিবস উদ্যোগে ৭০০-এরও বেশি নারী গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তাদের অবদান উদযাপনের উদ্দেশ্যে ১৫০টিরও বেশি শাখা-পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলো 'অ্যাক্সিস ব্যাংক উইমেনস ব্যাংকিং প্রোগ্রাম' এবং 'অ্যারাইজ (ARISE) উইমেনস সেভিংস অ্যাকাউন্ট' দ্বারা চালিত, যা নারীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সমাধান, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার খেয়াল রাখে।

ভারতের বাজারে এআই+ নোভাপডস ও নোভাওয়াচ

কলকাতা: এআই+ ভারতে প্রিমিয়াম ওয়্যারেবলস প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। তাদের এই দুটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্য এর প্রকৃত দামের চেয়ে অনেক বেশি দামী মনে হয়। নোভাপডস ক্লিপসে (₹৩,৯৯৯) প্রযুক্তি এবং ফ্যাশনের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। এটি অনেকটা কানের দুলের মতো পরা যায়। এটি যতটা না একটি অডিও ডিভাইস, তার চেয়েও বেশি একটি স্টাইল স্টেটমেন্ট হিসেবে কাজ করে। প্রচলিত ইন-ইয়ার ডিজাইনের পরিবর্তে এতে রয়েছে একটি 'ওপেন-ইয়ার ক্লিপ' যা কানের বাইরের অংশে আটকে থাকে। ফলে কানের ছিদ্রের ওপর কোনো চাপ পড়ে না এবং দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারের ক্লান্তি দূর করে, যা সাধারণত বেশিরভাগ ইয়ারবাডের ক্ষেত্রে এক ঘণ্টা পরেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্লুটুথ ৬.০, ১০ মিমি ড্রাইভার, IPX4 জল প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ৪.৫ ঘণ্টার প্লেব্যাক সুবিধা সম্পন্ন এই ডিভাইসটি তাদের জন্য তৈরি যারা কাজের চাপে সারাদিন ইয়ারবাড পরে থাকেন কিন্তু আরামের সঙ্গেও আবার আপস করতে চান না। নোভাওয়াচ ওয়্যারবাডস (₹৭,৯৯৯)-এ থাকছে একটি ১.৪৩ ইঞ্চি AMOLED স্মার্টওয়াচ যার স্ট্র্যাপের ভেতরেই ইয়ারবাডগুলো লুকানো থাকে। শোনার জন্য সেগুলো টেনে বের করতে হয় এবং চার্জ দেওয়ার জন্য আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। ২ জিবি পর্যন্ত লোকাল মিউজিক স্টোরেজ সুবিধা থাকায়, দৌড়াতে যাওয়ার সময় বা জিমে যাওয়ার সময় ফোনটি পুরোপুরি বাড়িতে রেখই যাওয়া যাবে। ব্লাড প্রেশার মনিটরিং, মাল্টি-স্পোর্টস মোড, ইএনসি নয়েজ ক্যানসেলেশন এবং চ্যাটজিপিটি ভয়েস ইন্টিগ্রেশনের মতো ফিচারগুলো এর ৭,৯৯৯ টাকা দামকে একটি বৈপ্লবিক অফার করে তোলে। এই দুটি ডিভাইস প্রমাণ করে যে প্রিমিয়াম ও পার্সনালাইজড টেকনোলজি এখন সাধারণ মানুষের নাগালে চলে এসেছে।

২০২৬ থেকে বাণিজ্যিক যানবাহনের দাম ১.৫% বাড়াবে টাটা মোটরস

'বেটার অলওয়েজ'

কলকাতা: টাটা মোটরস আজ তাদের সমস্ত বাণিজ্যিক যানবাহনের দাম ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ১.৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছে। মূলত কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান দাম এবং অন্যান্য উৎপাদন খরচ আংশিকভাবে সামাল দিতেই এই মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মডেল এবং ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী এই দামের তারতম্য হবে।

বাণিজ্যিক যাতায়াত ব্যবস্থায় আট দশকেরও বেশি সময় ধরে নেতৃত্বের সঙ্গে কোম্পানিটি তার উদ্ভাবন, নির্ভরযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের জন্য সুপরিচিত। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে কোম্পানিটি অত্যাধুনিক পাওয়ারট্রেন থেকে শুরু করে ইন্টেলিজেন্ট ফ্লিট সলিউশন দিয়ে থাকে।

'বেটার অলওয়েজ' ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে টাটা মোটরস টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার পাশাপাশি আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোম্পানিটির উপস্থিতি রয়েছে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল অ্যাড ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অনুমোদিত ব্যবস্থার অধীনে, কোম্পানিটির নাম 'টিএমএল কমার্শিয়াল ভেহিকল লিমিটেড' থেকে পরিবর্তন করে 'টাটা মোটরস লিমিটেড' করা হয়েছে (২৯ অক্টোবর ২০২৫ থেকে কার্যকর), যা বর্তমানে বিএসই এবং এনএসই-তে তালিকাভুক্ত।

দ্বিতীয়বার আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল ভি-গার্ড

'জার্মান ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড ২০২৬' অর্জন

কলকাতা: ভারতের অন্যতম প্রধান ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড ভি-গার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তাদের উদ্ভাবনী 'লাক্সকিউব' ওয়াটার হিটারের জন্য সম্মানজনক 'জার্মান ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড ২০২৬' অর্জন করেছে। ফ্রাঙ্কফার্টে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ১৭টি দেশের বিশেষজ্ঞ ও ডিজাইনারদের উপস্থিতিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর বিশ্বজুড়ে ৫৭টি দেশের প্রায় ৩,৯০০টি পণ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে ভি-গার্ড এই বিশেষ সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে।

এটি জার্মান ডিজাইন অ্যাওয়ার্ডে ভি-গার্ডের টানা দ্বিতীয়বারের মতো জয়। গত বছর তাদের 'ইনসাইট-জি বিএলডিসি' ফ্যান এই পুরস্কার পেয়েছিল। লাক্সকিউব ওয়াটার হিটারটি মূলত আধুনিক বাড়ির নান্দনিকতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে 'অ্যাডভান্সড থার্মোক্লাইন টেকনোলজি', যা সাধারণের চেয়ে ৩৮% বেশি গরম জল দিতে সক্ষম। এছাড়াও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য এতে টাইটানিয়াম এনামেল ট্যাঙ্ক এবং উন্নত হিটিং এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পারফরম্যান্স ও শক্তি সাশ্রয়ের পাশাপাশি এর কমপ্যাক্ট কিউব ডিজাইন গ্রাহকদের নজর কেড়েছে।

ভি-গার্ড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার মিঠুন চিট্টিলাপ্পিলি এই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে জানান, টানা দ্বিতীয়বার এই পুরস্কার জেতা কোম্পানির জন্য একটি বড় মাইলফলক। তাঁর মতে, ডিজাইন মানে শুধু সৌন্দর্য নয়, বরং গ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান করা।

নেক্সট জেন MOZAIC™ 4+ সহ শিল্পে সর্বোচ্চ ক্ষমতার হার্ড ড্রাইভ নিয়ে এলো সিগেট

হ্যামার প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি ৪৪টিবির হার্ড ড্রাইভ

কলকাতা: বর্তমানে সারা বিশ্বে ডেটা বা তথ্যের পরিমাণ এত দ্রুত বাড়ছে যে সেগুলো জমানোর জন্য অনেক শক্তিশালী এবং বড় স্টোরেজের প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তি সংস্থা সিগেট নিয়ে এসেছে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ড্রাইভ 'মোজাইক ৪+'। এটি তৈরি করা হয়েছে অত্যাধুনিক হ্যামার (HAMR) প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে, যা আগের চেয়ে অনেক বেশি ডেটা অনেক কম জায়গায় সংরক্ষণ করতে পারে। বর্তমানে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ৪৪টিবি (44TB) ক্ষমতার হার্ড ড্রাইভ তৈরি হচ্ছে, যা বিশ্বের বড় বড় ক্লাউড কোম্পানিগুলো ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

সিগেটের এই নতুন ড্রাইভের বিশেষত্ব হলো, এটি ডেটা সেন্টারের জায়গা বা বিদ্যুৎ খরচ না বাড়িয়েই অনেক বেশি তথ্য জমা রাখতে পারে। তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশাল পরিমাণ ডেটা স্টোরেজের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে পরিকাঠামোগত দক্ষতা ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং বছরে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যেখানে প্রচুর ভিডিও এবং ডেটা ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয়, সেখানে এই সাশ্রয়ী ও উচ্চ ক্ষমতার ড্রাইভগুলো অত্যন্ত কার্যকর হবে। সহজ কথায় বলতে গেলে, সিগেট এমন একটি পথ তৈরি করেছে যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি মাত্র হার্ড ড্রাইভেই ১০০টিবি পর্যন্ত তথ্য রাখা সম্ভব হবে। এর ফলে বড় বড় কোম্পানিগুলো কম খরচে এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে তাদের বিশাল তথ্যভাণ্ডার পরিচালনা করতে পারবে। বর্তমানে এটি নির্দিষ্ট কিছু বড় কোম্পানির জন্য আনা হলেও, উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি ভবিষ্যতে আরও সহজলভ্য হয়ে উঠবে।

অভিনেতা আরিফিন ও পরিচালক সৌমিকের দুর্দান্ত জুটি নিয়ে হাজির জ্যাজ সিটি

আরিফিন উবাচ:

"প্রথম দিন থেকেই সৌমিক দা আমার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করেছিলেন। জিমি চরিত্রটি যতটা না আমার সৃজনশীল স্বাধীনতার ফসল, ততটাই সৌমিক দা'র দূরদর্শী ভাবনার প্রতিফলন।"

কলকাতা: সত্তরের দশকের কলকাতার নিয়ন আলোয় ঘেরা রাস্তা আর টানটান উত্তেজনার গোয়েন্দাগিরির গল্পের বাইরেও, 'জ্যাজ সিটি' আসলে বিপ্লবের পাশাপাশি একে অপরের ওপর বিশ্বাস এবং দারুণ এক সহযোগিতার গল্প বলে। সোনি লিভ-এর আসন্ন এই সিরিজের মূল ভিত্তি হলো প্রধান অভিনেতা আরিফিন শুভ এবং পরিচালক সৌমিক সেনের সৃজনশীল জুটি। সৌমিক সেন আরিফিনকে উৎসাহিত করেছিলেন 'জিমি'র মতো একটি স্তরে স্তরে সাজানো ও জটিল চরিত্রকে গভীরভাবে অন্বেষণ করতে, পাশাপাশি সেটে ইম্প্রোভাইজেশনের সুযোগ রেখেছিলেন, যা সেই সময়ের মেজাজকে প্রতিফলিত করে এক বাস্তবসম্মত আমেজ যোগ করেছে।

নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে আরিফিন শুভ বলেন, "প্রথম দিন থেকেই সৌমিক দা আমার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করেছিলেন। তিনি এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যেখানে আমি ইম্প্রোভাইজ করতে পেরেছি, জিমির সহজাত প্রবৃত্তিগুলো অনুসরণ করতে পেরেছি এবং তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছি। একজন অভিনেতা যখন জানেন যে চলচ্চিত্র নির্মাতা তার স্বকীয়তার ওপর ভরসা রাখছেন, তখন পারফরম্যান্স সাধারণ থাকে না তার ওপরে চলে যায়। জিমি চরিত্রটি যতটা না আমার সৃজনশীল স্বাধীনতার ফসল, ততটাই সৌমিক দা'র দূরদর্শী ভাবনার প্রতিফলন।"

সৌমিক সেনের সৃষ্টি, রচনা ও পরিচালনায় এবং স্টুডিও ৯ ও স্টুডিওনেক্সট-এর প্রযোজনায় এই সিরিজে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ, সৌরসেনী মৈত্র, শান্তনু ঘটক, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, সায়নদীপ সেন, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, শাতাফ ফিগার, আলেকজান্দ্রা টেলর এবং অমিত সাহা। আগামী ১৯ মার্চ মুক্তি পেতে চলছে জ্যাজ সিটি যা গোয়েন্দাগিরি এবং বিদ্রোহের এক রোমাঞ্চকর যাত্রার প্রতিশ্রুতি দেয়, যার মূল ভিত্তি হলো এমন এক সৃজনশীল মেলবন্ধন যেখানে বিশ্বাস এবং সহজাত প্রবৃত্তি চরিত্রগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন ও রন্ধনঐতিহ্য

রমজানের পবিত্র মাসের শেষে চাঁদের ক্ষীণ অর্ধচন্দ্র দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার বার্তা নিয়ে আসে ঈদ-উল-ফিতর। এক মাসের রোজা,সংযম ও প্রার্থনার পর এই দিনটি আত্মিক তৃপ্তি ও নবজাগরণের প্রতীক। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে শৃঙ্খলার অনুশীলন চলে, ঈদের দিন তা রূপ নেয় আনন্দ, মিলন ও কৃতজ্ঞতার উৎসবে। পরিবার-পরিজন ও বন্ধুরা একত্রিত হয় নামাজ, শুভেচ্ছা বিনিময় ও উপহার দেওয়ার মাধ্যমে। নতুন পোশাক, সাজসজ্জা ও হাসিমুখে ভরে ওঠে চারপাশ। তবে এই উৎসব শুধু আনন্দের নয়, এটি নম্রতা, সহমর্মিতা ও উদারতার গভীর বার্তাও বহন করে।

ঈদ-উল-ফিতর সূচনা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে, সপ্তম শতকে প্রবীণ মুহাম্মদ (হযরত মুহাম্মদ)-এর সময়ে। রমজান মাসকে স্থাপন করা হয় আত্মসংযম, আত্মবিশ্লেষণ ও দানের সময় হিসেবে। প্রতিদিনের রোজা মানুষকে অভাবগ্রস্তদের কষ্ট উপলব্ধি করতে শেখায়। এই প্রেক্ষিতে জাকাত আল-ফিতর বিশেষ গুরুত্ব পায়, এটি এমন এক দান যা আর্থিকভাবে সক্ষমদের জন্য বাধ্যতামূলক, যাতে দরিদ্ররাও মর্যাদার সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে পারে। ফলে ঈদ শুধু উৎসব নয়, এটি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ভাগাভাগিরও প্রতীক।

ভারতে ঈদ-উল-ফিতর এক অনন্য রন্ধনঐতিহ্যের রূপ নিয়েছে, যেখানে ইসলামী সংস্কৃতি মিশেছে উপমহাদেশের বৈচিত্র্যময় খাদ্যধারার সঙ্গে। মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ে রাজকীয় রান্নার যে পরিমার্জন ঘটে, তা আজও ঈদের খাবারে প্রতিফলিত হয়। রমজান সংযম শেখায়, আর ঈদ উদারতা ও আতিথেয়তার প্রকাশ ঘটায়। অতিথি আপ্যায়ন ও খাবার ভাগ করে নেওয়া এই দিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ঐতিহ্য অনুযায়ী, ঈদের খাবার শুরু হয় মিষ্টি দিয়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল শির খুরমা, যার নামই যেন উৎসবের প্রতীক। সেমাইকে ঘিতে ভেজে দুধ, খেজুর, চিনি ও নানা বাদাম দিয়ে রান্না করা হয়। এলাচ ও কখনও জাফরানের সুবাস এতে বিশেষ স্বাদ যোগ করে। খেজুর এখানে শুধু উপাদান নয়, বরং রোজা ভাঙার ঐতিহ্যের স্মারক। ঈদের সকালে নামাজ শেষে এই গরম মিষ্টান্ন পরিবার ও অতিথিদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়।

এর পাশাপাশি সেমাই ঈদের আরেকটি অপরিহার্য অংশ। দুধে রান্না করা মিষ্টি সেমাই যেমন জনপ্রিয়, তেমনি শুকনো সেমাইও অনেক পরিবারে তৈরি হয়, যেখানে ঘি, চিনি, এলাচ ও শুকনো ফল ব্যবহার করা হয়। আরও একটি সুপরিচিত মিষ্টান্ন হল ফিরনি। গুঁড়ো চাল ধীরে ধীরে দুধে রান্না করে ঘন করা হয়, তারপর চিনি, এলাচ ও জাফরান মেশানো হয়। ছোট মাটির পাত্রে পরিবেশন করা এই মিষ্টির স্বাদ যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি এর প্রস্তুতিও ধৈর্যের দাবি রাখে।

মুঘল প্রভাবের আরেকটি অনন্য উদাহরণ হল শাহী টুকরা। ঘিতে ভাজা রুটির টুকরো চিনি সিরাপে ভিজিয়ে তার ওপর ঘন দুধ বা রাবড়ি ঢেলে তৈরি করা হয় এই সমৃদ্ধ মিষ্টান্ন। পিস্তা ও জাফরান দিয়ে সাজানো এই খাবারটি রাজকীয় ঐতিহ্যের স্বাদ বহন করে।

দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে জনপ্রিয় ডাবল কা মিঠা-ও ঈদের টেবিলে বিশেষ স্থান দখল করে। এটি শাহী টুকরার অনুরূপ হলেও নিজস্ব স্বাদ ও প্রস্তুত প্রণালীতে আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে।

সবমিলিয়ে, ঈদ-উল-ফিতর শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আত্মশুদ্ধি, উদারতা, পারিবারিক বন্ধন ও রন্ধনশৈলীর এক অপূর্ব মিলনমেলা। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রাচুর্যের প্রকৃত অর্থ ভাগ করে নেওয়ায়।

ঋতুস্রাবেই লুকিয়ে স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত, বলছে নতুন গবেষণা

ঋতুস্রাবের রক্তকে এতদিন শুধু মাসিকের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখা হত। অনেকক্ষেত্রেই এটি অবহেলিত এবং 'বর্জ্য' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, এই ধারণা বদলানোর সময় এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাসিকের রক্ত একজন নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করতে পারে এবং ভবিষ্যতে এটি একটি কার্যকর, অ-আক্রমণাত্মক ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে।

কী রয়েছে মাসিকের রক্তে?

চিকিৎসকদের মতে, মাসিকের রক্ত শুধু রক্ত নয়। এতে জরায়ুর আস্তরণের কোষ, সার্ভিক্যাল মিউকাস এবং যোনির বিভিন্ন তরলও মিশে থাকে। এই উপাদানগুলি শরীরের ভেতরের বিভিন্ন পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। বিশেষ করে হরমোনের ভারসাম্য, প্রদাহ বা সংক্রমণের উপস্থিতি। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই জৈবিক উপাদানগুলির মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য ছাড়াও ইমিউন সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া সম্ভব।

রোগ নির্ণয়ে নতুন দিগন্ত

গবেষণায় উঠে এসেছে, মাসিকের রক্ত ভবিষ্যতে নানা রোগ শনাক্তে সহায়ক হতে পারে। যেমন- ডায়াবেটিস: গত কয়েক মাসের গড় রক্তে শর্করার মাত্রা বোঝা যেতে পারে।

জরায়ু মুখের ক্যান্সার: প্রাথমিক পর্যায়ে এইচপিভি সংক্রমণ শনাক্তে সহায়ক।

এন্ডোমেট্রিওসিস: নির্দিষ্ট বায়োমার্কারের মাধ্যমে রোগের উপস্থিতি ও অগ্রগতি জানা সম্ভব।

যৌন সংক্রমণ (এসটিআই): ক্ল্যামিডিয়া, গনোরিয়া, ট্রাইকোমোনিয়াসিস শনাক্ত করা যেতে পারে।

হার্ট ও কোলেস্টেরল সমস্যা: রক্তে চর্বির মাত্রা অনুমান করা সম্ভব।

কোন লক্ষণগুলি অবহেলা করা উচিত নয়?

চিকিৎসকরা সতর্ক করছেন, কিছু মাসিকজনিত লক্ষণ কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়। যেমন- অতিরিক্ত তীব্র ব্যথা, অস্বাভাবিকভাবে বেশি রক্তপাত, দীর্ঘদিন অনিয়মিত মাসিক চক্র। এই লক্ষণগুলি ফাইব্রয়েড, হরমোনজনিত সমস্যা বা এন্ডোমেট্রিওসিসের মতো রোগের ইঙ্গিত হতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না নিলে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত নিজের মাসিকের ধরণ লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এতে প্রাথমিক পর্যায়েই রোগ শনাক্ত করা সম্ভব হবে। গবেষণা এখনও চলমান হলেও, ভবিষ্যতে মাসিকের রক্ত নারীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের একটি সহজ ও কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

কানের সুরক্ষায় ৫ সতর্ক সংকেত

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কান শুধু শোনার মাধ্যমই নয়, শরীরের ভারসাম্য রক্ষা এবং স্নায়বিক কার্যক্রমের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবুও অনেকক্ষেত্রেই কানের প্রাথমিক সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় তা পরে বড় জটিলতার রূপ নেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

১. কানে ভরাট অনুভূতি বা ব্যথা

কানে চাপ বা অস্বস্তি অনুভূত হলে তা অবহেলা করা উচিত নয়। এটি জমে থাকা ময়লা, ছত্রাকজনিত সংক্রমণ, মধ্যকর্ণের সমস্যা বা ইউস্টাচিয়ান টিউবের ত্রুটির লক্ষণ হতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না হলে সংক্রমণ ছড়িয়ে আশপাশের হাড়েও প্রভাব ফেলতে পারে।

২. হঠাৎ বা ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া

বারবার কথা পুনরাবৃত্তি করতে বলা, টিভির শব্দ বাড়িয়ে শোনা বা ভিড়ের মধ্যে শুনতে অসুবিধা এসবই শ্রবণ সমস্যার ইঙ্গিত। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি আরও গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত। ভাইরাল সংক্রমণের পর এক কানে হঠাৎ শ্রবণশক্তি হ্রাস পেলে তা জরুরি চিকিৎসার বিষয়।

৩. দীর্ঘদিন ধরে টিনিটাস (কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ)

কানে ক্রমাগত শব্দ শোনা বা ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হওয়া টিনিটাসের লক্ষণ। এটি অভ্যন্তরীণ কানের সমস্যা, শ্রবণ স্নায়ুর ক্ষতি বা অতিরিক্ত শব্দের সংস্পর্শে থাকার ফল হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী হলে চিকিৎসা প্রয়োজন।

৪. মাথা ঘোরা বা ভারসাম্য হারানো

হঠাৎ মাথা ঘোরা বা ভারসাম্য নষ্ট হওয়া কানের ভেতরের সমস্যার কারণে হতে পারে। যেমন ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস বা অবস্থানগত মাথা ঘোরা। দ্রুত রোগ নির্ণয় করলে চিকিৎসা সহজ হয় এবং উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৫. কানে চুলকানি, স্রাব বা দুর্গন্ধ

কানে চুলকানি, পুঁজ বা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব সংক্রমণ, কানের পর্দায় ছিদ্র বা বিদেশী বস্তু আটকে থাকার ইঙ্গিত দিতে পারে। নিজে থেকে কিছু বের করার চেষ্টা না করে দ্রুত চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কানের সমস্যা ছোট মনে হলেও এর প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। তাই উপরোক্ত লক্ষণগুলির কোনওটি দেখা দিলে দেরি না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

হৃদয়-স্বাস্থ্যকর রান্নায় কোল্ড কম্প্রেসড তেলের প্রত্যাবর্তন

ভারতীয় রান্নাঘরে তেল কেবল রান্নার উপকরণ নয়, বরং স্বাদ, গন্ধ এবং ঐতিহ্যের একটি অপরিহার্য অংশ। তবে দেশে হৃদরোগজনিত সমস্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার মধ্যে অনেক পরিবার এখন প্রতিদিনের রান্নায় ব্যবহৃত তেলের ধরন নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। ফলস্বরূপ, ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত এবং প্রাকৃতিক বিকল্প, বিশেষত ঠান্ডা চাপযুক্ত তেলের ব্যবহার ক্রমশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

পুষ্টিবিদদের মতে, অতিরিক্ত ট্রান্স ফ্যাট এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এই প্রেক্ষাপটে ঠান্ডা চাপযুক্ত তেল, যা কম তাপমাত্রায় যান্ত্রিকভাবে নিষ্কাশিত হয়, তা প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ই এবং উপকারী উদ্ভিদ যৌগ সংরক্ষণ করতে সক্ষম। ফলে এটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠান্ডা চাপযুক্ত সরিষার তেলে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী। অন্যদিকে, চিনাবাদাম তেলে থাকা মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট ভালো কোলেস্টেরল বজায় রাখতে সহায়ক। তিলের তেলে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান শরীরকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এই কারণেই দৈনন্দিন রান্না অর্থাৎ তরকারি, ডাল, ভাজা সব ক্ষেত্রেই এগুলির ব্যবহার বাড়ছে।

ঠান্ডা চাপযুক্ত তেলের ব্যবহার নতুন নয়। একসময় ভারতীয় পরিবারগুলো স্থানীয় 'ঘানি' বা কাঠের চাপে তৈরি তেলের ওপর নির্ভর করত। অঞ্চলভেদে তেলের ব্যবহারও ছিল ভিন্ন। পূর্ব ও উত্তর ভারতে সরিষার তেল, পশ্চিমে চিনাবাদাম তেল এবং উপকূলীয় এলাকায় নারকেল তেল জনপ্রিয় ছিল। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান এখন সেই প্রাচীন খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্বকেই নতুনভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তেল যতই স্বাস্থ্যকর হোক না কেন, তা পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা জরুরি। বারবার তেল গরম করা বা পুনর্ব্যবহার এড়াতে হবে, কারণ এতে ক্ষতিকারক উপাদান তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি সুষম খাদ্যের জন্য শস্য, ডাল, ফল ও শাকসবজির সঙ্গে স্বাস্থ্যকর চর্বির সঠিক সমন্বয় রাখা উচিত।

বর্তমানে ঠান্ডা চাপযুক্ত তেল বেছে নেওয়া অনেক পরিবারের কাছে শুধু খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রতীক হয়ে উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে এই পরিবর্তন ভবিষ্যতে হৃদরোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভারতীয় রান্নাঘরে ঠান্ডা চাপযুক্ত তেলের এই প্রত্যাবর্তন কেবল একটি প্রবণতা নয়, বরং স্বাস্থ্য সচেতনতার এক ইতিবাচক ইঙ্গিত, যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মিলন ঘটছে প্রতিদিনের খাবারের থালায়।

ওজন কমাতে সকালের সেরা পছন্দ কোনটি? ডালিয়া না উপমা

প্রাতরাশে সহজে তৈরি করা যায়, হালকা এবং পুষ্টিকর এমন খাবারের খোঁজে অনেকেই ভরসা রাখেন ডালিয়া ও উপমার উপর। তবে ওজন কমানোর লক্ষ্য থাকলে প্রশ্ন ওঠে, এই দুটির মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর?

ডালিয়া তৈরি হয় ভাঙা গম থেকে, আর উপমা বানানো হয় সুজি বা রাভা দিয়ে। দেখতে কাছাকাছি হলেও শরীরে এদের প্রভাব ভিন্ন।পুষ্টিগুণের বিচারে ডালিয়া এগিয়ে। এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফাইবার ও জটিল কার্বোহাইড্রেট, যা ধীরে হজম হয়। ফলে দীর্ঘসময় পেট ভরা থাকে এবং রক্তে শর্করার ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় খাওয়ার প্রবণতা কমে, যা ওজন কমাতে সহায়ক। অন্যদিকে, উপমা তুলনামূলক দ্রুত হজম হয়। এটি দ্রুত শক্তি জোগায়। কিন্তু সেই তৃপ্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না, যদি এতে সবজি বা প্রোটিন যোগ না করা হয়।

ক্যালোরির ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। এক বাটি রান্না করা ডালিয়ায় সাধারণত ১৫০ থেকে ১৮০ ক্যালোরি থাকে এবং এতে ফ্যাট কম। অন্যদিকে, উপমায় ক্যালোরি থাকে প্রায় ২০০ থেকে ২২০, যা রান্নায় ব্যবহৃত তেল, ঘি বা বাদামের পরিমাণের উপর নির্ভর করে আরও বাড়তে পারে।

প্রোটিন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের দিক থেকেও ডালিয়া সুবিধাজনক। এতে উদ্ভিদভিত্তিক প্রোটিন ও আয়রন রয়েছে, যা মেটাবলিজম ও পেশী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উপমায় ভিটামিন বি থাকলেও ফাইবার ও প্রোটিন তুলনামূলক কম। তবে এতে বেশি পরিমাণে সবজি যোগ করলে পুষ্টিগুণ বাড়ানো সম্ভব।

সবদিক মিলিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত, ডালিয়া ওজন কমানোর ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে। এর উচ্চ ফাইবার, কম ক্যালোরি এবং দীর্ঘসময় তৃপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা এটিকে একটি কার্যকর প্রাতরাশে পরিণত করে। তবে সঠিক উপায়ে তৈরি করলে উপমাও একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে। ওজন কমাতে চাইলে ডালিয়া ভালো পছন্দ, তবে সুষম ডায়েটের অংশ হিসেবে কম তেলে তৈরি সবজি-সমৃদ্ধ উপমাও রাখতে পারেন আপনার প্রাতরাশের তালিকায়।

আমলকির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: কখন এই সুপারফুড হতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ?

স্বাস্থ্যরক্ষায় আমলকি বহুদিন ধরেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, হজমশক্তি উন্নত করা এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হওয়ায় এটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় একটি জনপ্রিয় উপাদান। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, এই পুষ্টিগুণে ভরপুর ফলটি সবার জন্য সমানভাবে উপকারী নয়। কিছু ক্ষেত্রে এটি উপকারের বদলে ক্ষতির কারণও হতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমলকির জৈব সক্রিয় উপাদান কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক অবস্থার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞদের মত, এটি খাওয়ার আগে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করা জরুরি।

যাদের রক্তচাপ স্বাভাবিকের তুলনায় কম, তাদের জন্য আমলকি খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আমলকি স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, ফলে অতিরিক্ত গ্রহণে মাথা ঘোরা, দুর্বলতা বা অজ্ঞান হওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে যারা নিয়মিত রক্তচাপের ওষুধ খান, তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আমলকি খাওয়া উচিত নয়। আমলকির একটি স্বাভাবিক রক্ত পাতলা করার গুণ রয়েছে। যারা অ্যাসপিরিন বা অন্য রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণ করেন, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আমলকি খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। অস্ত্রোপচার বা দাঁতের চিকিৎসার আগে অন্তত দুই সপ্তাহ আমলকি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

যদিও আয়ুর্বেদে আমলকিকে 'শীতল' খাবার হিসেবে ধরা হয়, এর অম্লীয় প্রকৃতি অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাসিড রিফ্লাক্স, পেটে জ্বালা বা ফোলাভাব বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে খালি পেটে এর রস খেলে সমস্যা আরও তীব্র হতে পারে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য আমলকি পুষ্টিকর হলেও অতিরিক্ত সেবন পেটের অস্বস্তি বা গ্যাসের কারণ হতে পারে। তাই পরিমিত পরিমাণে, স্বাভাবিক খাদ্যের অংশ হিসেবে আমলকি খাওয়াই নিরাপদ বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

আমলকিতে উচ্চমাত্রার ভিটামিন সি রয়েছে, যা শরীরে অক্সালেটে রূপান্তরিত হয়। যাদের কিডনিতে পাথরের সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আমলকি খেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। পর্যাপ্ত জলপান ও সীমিত পরিমাণে গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

কিছু মানুষের ক্ষেত্রে আমলকি অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। ঠোঁট বা জিহ্বা ফুলে যাওয়া, চুলকানি, ত্বকে ফুসকুড়ি বা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

আমলকি নিঃসন্দেহে একটি পুষ্টিকর ও উপকারী ফল। তবে 'অতিরিক্ত সবকিছুই ক্ষতিকর' এই কথা আমলকির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিজের শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আমলকি খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কোচবিহারের দুই আসনে বিজেপির নতুন প্রার্থী

সাবিত্রী বর্মন, শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্র

অজয় রায়, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্র

মালতী রাভা রায়, তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র

সুকুমার রায়, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র

দধীরাম রায় মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র

নিশিথ প্রামাণিক মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোচবিহার জেলায় চারটি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। ঘোষিত তালিকায় উঠে এসেছে একাধিক নতুন মুখ। দলীয় সূত্রে খবর, শীতলকুচি কেন্দ্র থেকে নতুন মুখ হিসেবে সাবিত্রী রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে সুকুমার রায়, তুফানগঞ্জে মালতী রাভা রায় এবং দিনহাটা কেন্দ্রে অজয় রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে।

প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর কোচবিহার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। কর্মী-সমর্থকরা মিষ্টিমুখ করিয়ে আনন্দ উদ্যাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি নিশীথ প্রামাণিক সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব।

নিশীথ প্রামাণিক জানান, ঘোষিত প্রত্যেক প্রার্থীই নিজ নিজ এলাকায় শক্তিশালী এবং দীর্ঘদিন ধরে দলের হয়ে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, "যাঁরা মানুষের পাশে থেকেছেন এবং সংগঠনকে মজবুত করেছেন, তাঁদেরই প্রার্থী করা হয়েছে।" দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, আপাতত চারটি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাকি আসনগুলির নাম শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। তিনি আরও বলেন, প্রার্থীদের জয়ের লক্ষ্যে কর্মীরা ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমে পড়েছেন।

এদিকে দিনহাটা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কেন্দ্র হওয়ায় এই আসনটিকে 'হট সিট' হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখানে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে অজয় রায়ের নাম ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ আরও বেড়েছে। উল্লেখ্য, অজয় রায় একসময় নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে তৃণমূল যুব কংগ্রেসে সক্রিয় ছিলেন। পরে নিশীথ প্রামাণিক বিজেপিতে যোগ দিলে তিনিও বিজেপিতে যোগ দেন। প্রার্থী ঘোষণার পর অজয় রায় বলেন, "দল আমার উপর আস্থা রেখেছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিজেপিতে ব্যক্তি নয়, দলই বড়। পদ্মফুল এবং নরেন্দ্র মোদিই আমাদের আসল মুখ। মানুষের সমর্থন নিয়ে আমরা জয়ী হব।"

অন্যদিকে, দিনহাটা কেন্দ্র নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করে উদয়ন গুহ বলেন, "ওরা সব সময় সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলে। আগে নিজেদের দল সামলাক, তারপর অন্যদের নিয়ে কথা বলুক।"

এদিকে শীতলকুচি কেন্দ্রে বর্তমান বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মনকে এবার প্রার্থী করা হয়নি। তাঁর পরিবর্তে নতুন মুখ আনা নিয়ে দলের একাংশে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেই উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রার্থী ঘোষণায় বামেদের অস্বস্তি

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর কোচবিহার জেলায় বামফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে অস্বস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে কোচবিহার উত্তর আসনে সিপিএম প্রার্থী ঘোষণাকে ঘিরে সামনে এসেছে ফরওয়ার্ড ব্লকের আপত্তি।

ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা নেতৃত্বের দাবি, কোচবিহার উত্তর আসনটি দীর্ঘদিন ধরে তাদের দখলে ছিল। সেই কারণেই প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে তারা বিকল্প পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও ভাবতে পারে।

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে বলে বামফ্রন্টের রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে জানা গিয়েছে। জোটের ঐক্য বজায় রেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে খবর।

এ প্রসঙ্গে সিপিএমের জেলা নেতৃত্বের বক্তব্য, সংগঠনের বর্তমান শক্তি ও পরিস্থিতি বিচার করেই প্রার্থী নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে জোটের অন্দরে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

উল্লেখ্য, একসময় কোচবিহার উত্তর আসনটি ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সেই আসন দখল করে নেয়। আসন্ন নির্বাচনে ওই আসন ঘিরে শরিকদের মধ্যে মতানৈক্য নতুন করে রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

৮নং নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র আকীক হাসান [সিপিআই(এম)]

৪নং দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র নাজমুল আলম সরকার (ফরওয়ার্ড ব্লক)

৭নং দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্র বিকাশ মণ্ডল (ফরওয়ার্ড ব্লক)

২নং মাথাভাঙা বিধানসভা কেন্দ্র খগেন চন্দ্র বর্মন [সিপিআই(এম)]

২৯১ আসনে প্রার্থী ঘোষণা মমতার, তৃণমূলের তালিকায় একগুচ্ছ চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: কলকাতা: ২০২৬-এর মহারণে বাংলার মসনদ ধরে রাখতে বড় চাল চাললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের ২৯১টি বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল ঘাসফুল শিবির। বিজেপির প্রার্থী তালিকার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে এবারও নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধনে 'উন্নয়ন' ও 'মাস্টারস্ট্রোক'-কেই হাতিয়ার করেছেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তালিকায় যেমন রয়েছে অভিজ্ঞ হেভিওয়েটদের নাম, তেমনই জায়গা করে নিয়েছেন একঝাঁক নতুন মুখ ও তারকা প্রার্থী। উত্তর থেকে দক্ষিণ— সর্বত্রই জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া শাসকদল। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলাতেও। কালীঘাটের এই ঘোষণার পরই রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা তুঙ্গে। এখন দেখার, এই প্রার্থী তালিকা ভোটের ময়দানে কতটা প্রভাব ফেলে।

দুয়ারে ভোট ২০২৬

কোচবিহার জেলার তৃণমূল প্রার্থীদের তালিকা:

উদয়ন গুহ, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্র

হরিহর দাস, শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্র

সঙ্গীতা রায়, সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র

পরেশ অধিকারী, মেখলিগঞ্জ বিধানসভা

অভিজিৎ দে ভৌমিক কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র

পার্থ প্রতিম রায় কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র

প্রাক্তন ক্রিকেটার শিব শংকর পাল তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র

শৈলেন বর্মা নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র

দিনহাটায় উদয়ন বনাম অজয়, লড়াই তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে জোর বাড়াল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এদিন সকালে মহামায়া পাট মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়। মন্দির থেকে বেরিয়ে মিছিল করে তিনি পায়ে হেঁটে শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের বাড়ি পর্যন্ত যান। হাতে হ্যান্ড মাইক নিয়ে পথচলতি সাধারণ মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে দেখা যায় তাঁকে। তাঁর বক্তব্য, "আমাকে একবার সুযোগ দিন।"

প্রচারের সময় শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন অজয় রায়। তাঁর অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত তোলাবাজি করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করলে মারধর, দোকান বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থীর এই প্রচারকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। দিনহাটা পুরসভার ভাইস

ভোটের লড়াই

চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী দাবি করেন, মন্ত্রী উদয়ন গুহর নেতৃত্বে এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। তাঁর কথায়, "এখানে কার্যত ক্রিকেটের ভারত বনাম ভুটান ম্যাচ হতে চলেছে," ইঙ্গিত করে তিনি বিজেপির সম্ভাবনাকে খারিজ করেন। উল্লেখ্য, দিনহাটা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ এবং বিজেপির প্রার্থী অজয় রায়, দুজনেই একই ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় উদয়ন গুহর উপর হামলার মামলায় অজয় রায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন। পরে অজয় রায়ের উপরও হামলা ও তাঁর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। যদিও উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

২০১১ সালে প্রথমবার দিনহাটা থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন উদয়ন গুহ। ২০২১ সালে অল্প ব্যবধানে হারলেও উপনির্বাচনে রেকর্ড জয়ে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে মন্ত্রী হন তিনি। অন্যদিকে, অজয় রায় এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ফলে এবারে দিনহাটায় নির্বাচনী লড়াইয়ে 'অভিজ্ঞতার মুখোমুখি নবাগত', এই সমীকরণেই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96